CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-182 ■ 2 April, 2026 ■ আগরতলা ২ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ১৮ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

কমলপুরে মথা-বিজেপির সংঘর্ষে রণক্ষেত্র

হামলায় আহত ১২ পুলিশ সহ টিএসআর জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। টিটিএএডিসি নির্বাচনের বিজেপির ভোট প্রচারকে ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কমলপুর মহকুমার পশ্চিম লাম্বুছড়া এলাকা। হালহালী-আশারাম বাড়ি এডিসি আসনে ভোট প্রচার করতে গিয়ে তিপ্রা মথা দলের দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হন বিজেপি বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব এবং সদ্য মথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রার্থী অনন্ত দেববর্মা। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং পরিস্থিতি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। জানা যায়, এদিন বিজেপি প্রার্থী অনন্ত দেববর্মা তাঁর সমর্থকদের নিয়ে পশ্চিম লাম্বুছড়া এলাকায় প্রচারে যান। অভিযোগ, সেই সময় তিপরা মথা সমর্থিত একদল দুষ্কৃতী আচমকাই তাঁদের ওপর চড়াও হয়। শুরু হয় ইট-পাটকেল ছোঁড়া ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে কমলপুর মহকুমা পুলিশ ও টিএসআর জওয়াম। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়েই হামলার মুখে পড়েন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। এই ঘটনায় কমলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সমুদ্র দেববর্মা সহ প্রায় ১২ জন পুলিশ ও টিএসআর জওয়ান আহত হন।

এদিকে, আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, ঘটনায় আরও বড় ধরনের অশান্তি এড়াতে এলাকায় ব্যাপক সংখ্যক আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জনসমর্থন হারিয়ে হতাশা থেকেই হিংসার পথ বেছে নিয়েছে মথা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। জনসমর্থন হারিয়ে হতাশা থেকেই এখন হিংসার রাস্তা বেছে নিয়েছে মথা। থানসা থানসা বলে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মন্ত্রিসভায় আমাদের সাথে থেকেও বিরোধী দলের ভূমিকায় রয়েছে তারা। কিন্তু মানুষ এখন সবকিছু বুঝে গেছেন। আর ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়নে বিশ্বাস করে। আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় সুনিশ্চিত হবে।

আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ ২৬ বীরচন্দ্রনগর - কলসী নির্বাচনী কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী সঞ্জীব রিয়াংয়ের সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, তিপ্রা মথার জনসমর্থন হারিয়ে যাচ্ছে। তাই হতাশা থেকে তারা মারপিট এবং অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করছে। অথচ তারা একদিকে বলছে আমরা শান্তি চাই। কিন্তু আবার অন্যদিকে অশান্তি সৃষ্টি করছে। কথার সাথে তাদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনুবনকূলের সমাবেশে

জনজাতিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার শিলাছড়ি মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন মনু বনকুল এলাকায় তিপরা মথার উদ্যোগে এক বৃহৎ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে সরব হন। তিনি দাবি করেন, জনজাতিদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই আগামী দিনে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করবে। তাঁর বক্তব্যে 'একতা' ও সংগঠিত শক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে তাঁর বক্তৃতার একাংশ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আবেগঘন ভাষায় বৃহত্তর তিপ্রাল্যান্ডের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বলেন, জনজাতিদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এদিন তিনি জানান, আগামী ১৮ মাসের মধ্যে তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর দাবি আদায়ে জোরদার আন্দোলনের পথে হাঁটবে দল। এই আন্দোলনকে তিনি জনজাতিদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের লড়াই হিসেবে অভিহিত করেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোল-ডিজেল স্বাভাবিক ঃ সচিব

রাজ্যে সিএনজি ও পিএনজি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, কার্যকর আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। আজ খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের আধিকর্তার কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন একথা জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে এলপিজি সংযোগ প্রায় ৭০ হাজার। এই সংযোগ বাড়ানোর জন্য কাজ করছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে ১৯ কেজি ওজনের কমার্শিয়াল এলপিজি গ্যাসের মূল্য দাঁড়িয়েছে ২,৫৮৭ টাকা।

রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে রাজ্য সরকার। এলপিজি, পেট্রোল, ডিজেলের যেন কালোবাজারী না হয় তারজন্য খাদ্য দপ্তর বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ সহ অন্যান্য আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, গ্যাসের দামের বৃদ্ধির জেরে ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (টিএনজিসিএল) রাজ্যে সিএনজি ও পিএনজি-র মূল্য বিভিন্ন স্তরে বৃদ্ধি করেছে। ফলে একদিকে যেমন পরিবহন খরচ বাড়বে, অন্যদিকে রান্নার খরচ বেড়ে সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বুধবার জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে টিএনজিসিএল জানিয়েছে, পশ্চিম ত্রিপুরায় সিএনজি-র দাম প্রতি কেজি ৮২ টাকা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসিতে বিজেপির জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। গত ৫ বছর তিপরা মথার শাসনকালকে এডিসিতে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। একটি বড় উন্নয়নমূলক কাজের নাম বলতে পারবেন না তাঁরা। তাই উপজাতি এলাকার মানুষ বিজেপির উন্নয়নমূলক ভাবনায় আস্থা রাখতে শুরু করেছেন। এডিসিতে বিজেপির জয় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আজ ২৭ নং পূর্ব মুহুরিপুর-ভুরাতলি টিটিএএডিসি কেন্দ্রের সাব্রুম পোয়াংবাড়িতে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় এমনটাই দাবি করলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন ওই এলাকার ২৯টি পরিবারের মোট ১১৪ জন ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি জয়ী হলে এডিসি এলাকার উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। যদি ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এ বিজেপি ক্ষমতায় আসে, উন্নয়নমূলক কাজ আরও দ্রুতগতিতে এগোবে, কারণ বিজেপি হলো সেই দল যা জনজাতির মানুষের জন্য চিন্তা করে এবং কাজ করে। আজ নির্বাচনী প্রচারে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আজ বিজেপি প্রার্থী রনবীর দেববর্মার সমর্থনের নির্বাচনী প্রচারের সময়, বোধজংনগর-ওয়াখিনগর কেন্দ্রের সমভুরাম পাড়ায়, মন্ত্রী এই কথা বলেন। এইদিন মন্ত্রী বোধজংনগর-ওয়াখিনগর কেন্দ্রের দিঘলিয়া গ্রামে আরেকটি নির্বাচনী প্রচারেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, রাজ্য ইতিমধ্যেই ব্যাপক উন্নয়ন দেখেছে বাসস্থান, জল, রাস্তা, স্বনির্ভর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহিজলার জঙ্গলে পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল ।। সিপাহিজলা অভয়ারণ্যের গভীর জঙ্গলে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। জানা গেছে, জঙ্গলের ভিতরে ওই মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশালগড় থানার পুলিশ এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যাত্রীবাহী গাড়িতে পশু পাচার পুলিশের জালে ২ গাড়ি, ৫ পশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ এপ্রিল ।। ঊনকোটি জেলায় গবাদি পশু চুরির ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এবার চোরেরা তাদের কৌশলে বড় পরিবর্তন এনেছে। যাত্রী পরিবহনের ছোট ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করে গরু পাচারের ঘটনা সামনে এসেছে, যা সাধারণ মানুষের সন্দেহ এড়াতে সাহায্য করছে দুষ্কৃতীদের।

সম্প্রতি ইরানি থানা এলাকায় দুটি পৃথক ঘটনায় মোট পাঁচটি গবাদি পশু উদ্ধার করেছে পুলিশ এবং বাজেয়াপ্ত করা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রহ্মপুত্রের নিচে সুড়ঙ্গ

উত্তরপূর্বে সংযোগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত ঃ প্রধানমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস) ।। উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে ব্রহ্মপুত্র নদীর নীচে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুড়ঙ্গ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র, জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার আসামের বিশ্বনাথ জেলায় এক জনসভায় এই ঘোষণা করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রায় ১৮,৫০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি ব্রহ্মপুত্র নদী-এর নীচে, গোহপুরের কাছে নির্মিত হবে। এর ফলে গোহপুর ও নুমালিগড়-এর মধ্যে দূরত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং উত্তর-পূর্বে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন যুগের সূচনা হবে। তিনি বলেন, এই সুড়ঙ্গ শুধু যাতায়াত ব্যবস্থাকে উন্নত করবে না, বরং আসামের মানুষের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করবে। "এই প্রকল্প উত্তর-পূর্বে সংযোগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এবং যুবসমাজের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করবে,"

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে

বাম-কংগ্রেসের মিছিল, ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / বিলোনিয়া, ১ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত শ্রমজীবী স্বার্থবিরোধী চারটি শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে বুধবার আগরতলা শহরে মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সিআইটিইউ এবং সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা। যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, কৃষক ও সংগঠনের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

এদিন মেলারমাঠস্থিত পার্টির পশ্চিম জেলা কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে অফিস লেনে শ্রম দপ্তরের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার যে চারটি শ্রম কোড চালু করতে চাইছে, তা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী এবং শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করবে। তাই অবিলম্বে এই কোডগুলি বাতিল করতে হবে। আন্দোলনকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তারা।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ-র রাজ্য সভাপতি মানিক দে এবং সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ শ্রমিক-কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২ এপ্রিল , ২০২৬ ইং
১৮ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জ্বালানি সঙ্কটে বিশ্ব

মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বজুড়িয়া যখন জ্বালানি সংকট তীব্রতর হইতেছে, তখন ভারতীয় গ্রাহকদের স্বস্তি দিতে বড় পদক্ষেপ নিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশছোঁয়া হওয়া সত্ত্বেও দেশের সাধারণ মানুষের ওপর তার প্রভাব পড়িতে দেয়নি কেন্দ্র।বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১২০ ডলার ছাড়াইয়া যাওয়ায় ভারতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম লাফাইয়া বাড়িবার আশঙ্কা তৈরি হইয়াছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্র পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর লিটার প্রতি ১০ টাকা আবগারি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়াছে।পেট্রোলে শুল্ক ১৩ টাকা থেকে কমাইয়া ৩ টাকা করা হইয়াছে।ডিজেলে শুল্ক ১০ টাকা থেকে কমাইয়া সরাসরি শূন্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে, শুল্ক কমিলে দাম কেন কমিতেছে না? আসলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এতটাই বাড়িয়াছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলো বর্তমানে লিটার প্রতি পেট্রোলে প্রায় ২৪ টাকা এবং ডিজেলে প্রায় ৮০-১০০ টাকা লোকসান দিতেছে। এই শুল্ক ছাড়ের সুবিধা সাধারণ মানুষকে দাম কমাইয়া দেওয়ার বদলে তেল সংস্থাগুলোর লোকসান মেটাইতে ব্যবহার করা হইতেছে। এর ফলে বিশ্ববাজারে আগুন দাম থাকা সত্ত্বেও ভারতে পেট্রোল-ডিজেলের খুচরো দাম স্থির রাখা সম্ভব হইয়াছে।

গোটা বিশ্বের জ্বালানি বাজারে মধ্যপ্রাচ্যের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রভাব পড়িয়াছে। ইরান, আমেরিকা এবং ইজরায়েলকে ঘিরে পরিস্থিতি জটিল হইয়া ওঠিবার কারণে ভবিষ্যতের জ্বালানি সরবরাহ নিয়া অনেটাই উদ্বেগ বাড়িয়াছে। তবে এই পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতের জন্য কিছুটা স্বস্তির ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে।ইরান ভারতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া হরমুজ প্রণালী দিয়া জ্বালানি সরবরাহে ছাড় দিয়াছে। ফলে আশা করা হইতেছে যে, দেশে জ্বালানির ঘাটতি কিছুটা হইলেও কমিতে পারে। অন্যদিকে আবার, দেশে জ্বালানির দাম বাড়িবার কারণে চাপের মধ্যে রহিয়াছে সাধারণ মানুষ। রান্নার গ্যাস, পেট্রোল এবং ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে পরিস্থিতি অনেকটাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আর এই অবস্থায় স্বস্তি দেওয়ার জন্য কেন্দ্র সরকার প্রতি লিটারে ১০ টাকা করিয়া শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়াছে। আর সেইসঙ্গে চালু করা

হইতেছে একটি নতুন নীতিও। এই বার থেকে প্রত্যেক ১৫ দিন অন্তর পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম পর্যালোচনা করা হইবে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামার সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়াই এই রকম একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া

হইয়াছে।সরকারি সূত্রে জানানো হইয়াছে যে, এইরকম একটি পদক্ষেপের লক্ষ্য হইল সাধারণ মানুষের উপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমানো এবং সেই সঙ্গে তেল সংস্থাগুলির ভারসাম্য বজায় রাখা। যদিও এই শুল্ক কমানোর কারণে সরকারের রাজস্বে অনেকটা প্রভাব পড়িতে পারে। হিসেব অনুসারে, কয়েক হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হইয়া যাইতে পারে। তবুও মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়াই বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মাঝেও জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিতেছে কেন্দ্র, যাহা আগামী দিনে বাজারকে কিছুটা হইলেও স্থিতিশীল করিতে সাহায্য করিতে পারে।

ধর্মনগর উপনির্বাচনকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা, রোড মার্চে আস্থার বার্তা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল: আগামী ৯ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলা ৫৬ নং ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা ধর্মনগর এলাকাজুড়ে মোট ছয়টি নাকা পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। এই নাকা পয়েন্টগুলিতে ২৪ ঘণ্টা ধরে নিরাপত্তা কর্মী এবং নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কর্মীরা কড়া নজরদারি চালাচ্ছেন। প্রতিটি যানবাহন তল্লাশি করা হচ্ছে এবং সন্দেহজনক গতিবিধির উপর রাখা হচ্ছে বিশেষ নজর, যাতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।

এছাড়াও ধর্মনগর থানার উদ্যোগে প্রতিদিন বিশাল পুলিশ বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী নিয়ে এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টহলদারি চালানো হচ্ছে। শহরের জনবহুল এলাকা, গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিতে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি।

এই নিরাপত্তা জোরদারের অংশ হিসেবেই মঙ্গলবার ধর্মনগর শহরে একটি বৃহৎ রোড মার্চের আয়োজন করা হয়। রোড মার্চটি ধর্মনগর থানা থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থার বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

রোড মার্চে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রান, পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই, ধর্মনগরের মহকুমাশাসক তথা রিটার্নিং অফিসার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জসহ আধা সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং প্রশাসনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্বাচনকে ঘিরে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বা আইনশৃঙ্খলার অবনতি বরদাস্ত করা হবে না। ভোটের দিন যাতে প্রত্যেক ভোটার নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতেই এই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এই ধরনের কঠোর নজরদারি ও নিয়মিত টহলদারি নির্বাচনের পরিবেশকে আরও শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ করে তুলবে। সব মিলিয়ে, ধর্মনগর উপনির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে, যা অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

. উপনির্বাচন ঘিরে বিজেপির 'শক্তি স্বরূপা যাত্রা' সভা, জোরদার প্রচারে দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ এপ্রিল: আসন্ন ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করছে। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের সংগঠনকে মজবুত করতে মাঠে নেমে পড়ছে। এই আবহেই বিজেপি ধর্মনগর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত হলো 'শক্তি স্বরূপা যাত্রা' উপলক্ষে এক সভা, যা ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভার বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। পাশাপাশি সভায় যোগ দেন উত্তর জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী রুপালি অধিকারি, ধর্মনগর মহিলা মোর্চার সভানেত্রী জয়ন্তী ভট্টাচার্য, উত্তর জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্না নাথ, মন্ত্রী সুধাংশু দাস, বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তী এবং ধর্মনগর নির্বাচনের প্রভারী তথা বিহারের বিধায়ক মিথিলেশ তিওয়ারি।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মন্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ, ওবিসি মোর্চার সভানেত্রী মলিনা দেবনাথ এবং বিজেপি প্রদেশ সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

ছক ভাঙা এক শিল্পীর জীবন দর্শন

রাজু পারাল

ষোল বছর বয়সে স্পেনের মাদ্রিদ শহরে এক চারুশিল্প প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে পুরষ্কার জিতে নিয়ে প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়েছিলেন তিনি। যা তাঁর সাফল্যের প্রথম স্বীকৃতি। পরে অবশ্য তিনি বার্সেলোনায় চলে আসেন। সেখানে খুলে ফেলেন একটা আর্ট স্টুডিও। সজ্জাহীন স্টুডিওতে বসে তিনি এঁকে ফেলেছিলেন অজস্র ছবি। নিজের চোখে যা দেখতেন, তাই আঁকতেন। ছবি আঁকার জন্য ঘুরে বেরিয়েছেন শহরের রাস্তায় রাস্তায়, জাহাজ ঘাটায়, ক্যাবারেতে। রাস্তার কুকুর, ডক-শ্রমিক, বস্তির বারাঙ্গনা, গির্জার সন্ন্যাসিনী, অলস নর-নারী, পথচারী ক্লান্ত বৃদ্ধ, ছ্যাকড়া গাড়ির উৎসাহী চালক.... হয়ে উঠেছিল তাঁর ছবির বিষয়বস্তু। নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি ছিলেন চির অতৃপ্ত। বলতেন, একজন সত্যিকারের শিল্পী কখনোই তৃপ্ত হতে পারে না। শিল্পীর জীবনে শেষ বলে কিছু নেই। কিংবদন্তি শিল্পী পাবলো পিকাসো জন্ম নেন স্পেনের কাতালান প্রদেশের "মালাগা" শহরে। অল্প বয়স থেকেই অঙ্কন শিল্পে তাঁর আগ্রহ লক্ষ করা যেত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আগ্রহ শতগুণ বৃদ্ধি পায়। স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মে পড়াশোনা একদমই পছন্দ করতেন না পিকাসো। মাত্র দশ বছর বয়সে শিখেছিলেন চিত্রের ভাষা। পিকাসোর বাবা ছিলেন একটি আর্ট স্কুলের শিক্ষক। তিনি পুত্রের শিল্পের প্রতি আগ্রহ ও প্রতিভা লক্ষ করে আশা করেছিলেন যে তাঁর পুত্র একদিন জগৎ বরেণ্য শিল্পী হবে। অল্প বয়সেই ছবি আঁকার কাজে পিকাসো মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন। কথিত আছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তিনি ছবির কথা বলতেন। বেড়ে ওঠার দিনগুলিতে পিকাসো বাবার সহকারী শিল্পী হিসাবে কাজ করতেন। চোদ্দ বছর বয়সে পিকাসোর আঁকা অনেক ছবি পৃথিবীর বিখ্যাত আর্ট গ্যালারিতে স্থান পেয়েছিল, যা বিশেষ গৌরবের কথা।

নানাবিধ কারণে পিকাসোকে ১৯০১ সাল থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত প্যারিসে কাটাতে হয়েছিল। এখানে থাকাকালীন তিনি টুলো, লত্রে, ভ্যান গগ এবং পল গগাঁর চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হন। নানা সূত্র থেকে নানা পদ্ধতি আয়ত্ত করে, নিজেকে পারদর্শী করে তোলেন ক্রমশ। মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই তাঁর আঁকা ছবিগুলি বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। সে সময়ে সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে তিনি ব্যবহার করতেন নীল রঙ, যা ছিল তাঁর শিল্পী জীবনের ব্লু-পিরিয়ড। এরই মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলতেন করুণ বিষন্নতা। ছবিগুলি অসহায় নর-নারীর কেবল আলেখ্য নয়-সেগুলি যেন তাদেরই পৃথিবীর প্রতীক, বিষন্নতার দ্যোতক। মানুষের প্রতি প্রেম-এটাই ছিল পিকাসোর প্রতিভার উৎস। ব্লু-পিরিয়ডে পিকাসোর আঁকা একটি বিখ্যাত ছবি হল, বিয়ারের গ্লাস হাতে বন্ধু জায়মে সাবার্তের প্রতিকৃতি। কথিত আছে, ব্লু-পিরিয়ডের প্রায় সব ছবিই তিনি আঁকতেন রাত্রিতে।

পরে মাদ্রিদে এসে কিছুটা সময় কাটান পিকাসো। ঐ সময়টাতে তিনি "ইয়ং আর্ট" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন, যার সম্পাদক ছিলেন তিনি নিজেই। তরুণ শিল্পীদের এটাই ছিল মুখপত্র। সে সময়ে মাদ্রিদে পিকাসো একটি একক ছবির প্রদর্শনী করেছিলেন- ছবিগুলি সবই তিনি প্যাস্টেল এঁকেছিলেন। বেশ কিছু ছবি তাঁর বিক্রি হয়েছিল। চিত্র-রসিকদের সপ্রশংস দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলেন তিনি।

শিল্পের জগতে একসময় বিশাল আলোড়ন তুলেছিলেন পিকাসো। তাঁর আঁকা ছবিগুলি দেখে কেউ বলতেন অদ্ভুদ, কেউ বলতেন পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু ছবিগুলির নতুনত্ব সবাইকে বিস্মিত করত। তাঁর আঁকা ছবি ঘরে রাখা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সময়। ধনী ব্যক্তিরা লক্ষ টাকা ব্যয় করে তাঁর আঁকা ছবিগুলি কিনে নিতেন আর ড্রয়িংরুমে টাঙিয়ে রেখে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। পিকাসো তাঁর দীর্ঘজীবনে প্রায় ২৬,০৭৫টি শিল্পকর্মের সৃষ্টি করেছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুয়ের্নিকা, উইমেন অব আলজিয়ার্স, ল্য রেভ, দ্য উইপিং ওম্যান, দ্য ওল্ড গিটারিস্ট ইত্যাদি। শিল্প জগতের বিস্ময় তাঁর আঁকা আর এক বিখ্যাত ছবি "সার্কাস ক্লাউন"। ছবিটি যেন বিষন্নতার একটি প্রতিমূর্তি। ছবিটি আজও শিল্প-জগতের বিস্ময় হয়ে আছে। ১৯৫৫ সালে ফ্রান্স সবচেয়ে বড়ো সম্মান দিয়েছিল পিকাসোকে। প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়মে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল যা হওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। এই মিউজিয়ামে পিকাসোর প্রদর্শনী চলেছিল প্রায় তিন মাস। অগণিত দর্শকের ভীড় হয়েছিল মিউজিয়ামের ভিতরে ও বাইরে। সে সময়ে পিকাসোর প্রদর্শনী নিয়ে প্যারিসের সংবাদপত্রগুলি মুখরিত হয়ে উঠেছিল। শিল্পী পিকাসোকে নিয়ে দেশ-বিদেশের লেখক, সাংবাদিক ও সমালোচকরা হাজার হাজার পুস্তক ও প্রবন্ধে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইউরোপে আজ পর্যন্ত যত চিত্রকর জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে তাঁকে নিয়ে। জীবিত কালে তিনি যে পরিমাণ অর্থ ও সম্মান লাভ করেছিলেন তার এক শতাংশও পাননি অনেক বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর। পাবলো পিকাসো যতখানি শিল্পী ছিলেন, ঠিক ততখানি ছিলেন একজন কঠোর পরিশ্রমী ও নিরলস কর্মী। তার নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন দেড় হাজার ক্যানভাসে, দশ হাজার লিথো প্রিন্টে, বই এর জন্য আঁকা চৌত্রিশ হাজার ছোট- বড় ছবি আর তিনশো ভাস্কর্য ও সিরামিকের কাজে। একজন শিল্পীর জীবনে এত অজস্র শিল্পসৃষ্টি খুব সোজা কাজ নয়। নব্বই বছর পর্যন্ত পিকাসো তুলি চালিয়েছেন। ছবি আঁকা ছাড়া তিনি ভাস্কর্য শিল্পেও তিনি অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রচলিত শিল্পরীতিকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন শিল্পের এক নতুন ভাষা। সর্বদেশের, সর্বকালের মহৎ শিল্পী পাবলো পিকাসোর দীর্ঘ জীবনের অবসান হয় ফ্রান্সের মুগ্যা শহরে ১৯৭৩ সালের ৮ এপ্রিল, এক শান্ত সন্ধ্যায়। তাঁর মৃত্যুতে সেদিন মানব সভ্যতার আকাশে নিভে গিয়েছিল এক উজ্জ্বল জ্যোতিস্কের।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ঘুম ভাঙাতে লোক ভাড়া করার মতো আরও যেসব পদ্ধতি চালু ছিল একসময়ে

জসেলিন টিম্পার্লি

সকালে সময়মতো ঘুম থেকে ওঠা যে কী কঠিন কাজ, তা টের পান অনেকেই। তবে যাদের আরামের ঘুম আর প্রিয় বিছানা ছেড়ে সাতসকালে উঠতেই হয়, তাদের জন্য আছে অ্যালার্ম ঘড়ি। কিন্তু অ্যালার্ম যখন ছিল না, ঘুম ভাঙানোর কী উপায় ছিল তখন? অ্যালার্ম ঘড়ি প্রচলনের আগে মানুষের ঘুম ভাঙানোর বিচিত্র সব পদ্ধতি ছিল, যার অন্যতম হলো ঘুম ভাঙানোর জন্য লোক ভাড়া করা।

এছাড়াও এক বিশেষ মোমবাতির ব্যবহার করা হত, যা গলে গিয়ে প্রতি ঘণ্টায় একটা করে পেরেক নিচে পড়ে আওয়াজ হতো। এছাড়া মোরগ পোষার উদাহরণ রয়েছে। তবে ব্রিটেনের শিল্প-বিপ্লবের যুগে "নকার আপার্স" বা ঘুম ভাঙানোর জন্য লোক ভাড়া করার ব্যবস্থাটা ছিল চমকে দেওয়ার মতো। সাধারণ বাংলা করলে বিচিত্র এই পেশার অর্থ দাঁড়ায় যারা ধাক্কা মেরে ঘুম থেকে তুলে দেয়। এখন যেমন অ্যালার্ম ঘড়ি বন্ধ করেও অনেকে আরও একটু ঘুমিয়ে নেন, এই "নকার আপার্স"দের হাতে পড়লে কিন্তু সেই সুযোগ থাকত না। যতক্ষণ না ঘুম থেকে উঠছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এরা নড়তেনই না। নর্থ টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সহযোগী প্রফেসর অরুণিমা দত্ত বলছেন যে, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বা কখনো পুরো এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরজা বা জানালায় টোকা মারতেন এই "নকার আপার্স"রা, আবার জানালা দিয়ে ঘুমন্ত মানুষটির দিকে মটরদানাও ছুঁড়ে মারতেন তারা। ব্রিটেনের শিল্প- বিপ্লবের যুগে নতুন কলকারখানাগুলো শ্রমিকদের ঘুম ভাঙানোর জন্য নানা পদ্ধতি বের করেছিল।

কারখানায় কাজের সময় নিয়ে বেশ কড়াকড়ি ছিল। কর্মীরা কখন কাজ শুরু করবেন তা ছিল একেবারে নির্দিষ্ট করা। মাত্র পাঁচ মিনিট দেরিতে পৌঁছানোর কারণে পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া আটকে যেতে পারত, আর তাতে মালিকের ক্ষতি। তাই সময় মতো ঘুম থেকে ওঠার জন্য, বিশেষ করে শীতকালের অন্ধকার ভোরগুলোতে। সেই সময় প্রাথমিক পর্যায়ের অ্যালার্ম ঘড়ি পাওয়া গেলেও একজন সাধারণ কর্মীর কাছে তা ছিল বেশ দামী।

শ্রমিকদের সময় মতো ঘুম ভাঙানোর উদ্দেশ্যে কারখানাগুলো হুইসল বা ঘণ্টার ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো নির্ভরযোগ্য ছিল না।

তখনই আবির্ভাব হয় "নকার আপার্স"দের। অরুনিমা দত্ত জানিয়েছেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে "নকার আপার্স"-এর মতো ব্যবস্থার চল দেখা যায়, বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রমজান মাসে, যখন নামাজ পড়ার জন্য ভোরে উঠতে হয় আর ভোরের আগে সেহেরি সেরে নিতে হয়। ঘুম থেকে সময় মতো ওঠার জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহারের অনেক উদাহরণ রয়েছে ইতিহাসে। বিশেষজ্ঞদের মতে সেই সময়কার ঘুমের ধরণ আর সকালে ওঠা নিয়ে নানা তথ্য এখনো উপযোগী। ভালো ঘুমের ক্ষেত্রেও এই তথ্যগুলো আমাদের সাহায্য করতে পারে।

মোরগের ডাক- অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ সানশাইন কোস্টের স্লিপ হেলথ বিভাগের অধ্যাপক ফাতিমা ইয়াকুটের মতে, ব্যক্তিগত অ্যালার্ম ঘড়ির ব্যাপক ব্যবহারের আগে থেকেই মানুষ প্রাকৃতিক সংকেত এবং প্রতিদিনের রোজনামচার উপর ভিত্তি করে তৈরি অভ্যাসে সময়মতো ঘুম থেকে উঠত।

তার কথায়, দিনের আলো ছিল অন্যতম প্রধান সংকেত। প্রাক-শিল্প বিপ্লব যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখেই চলত, যা প্রাকৃতিকভাবেই মানুষের জীবনকে একটা ছন্দে ফেলে দেয়, সেটাই সার্কেডিয়ান ছন্দ।

মানুষসহ সব প্রাণীই সার্কেডিয়ান ছন্দ মেনে চলে, যাকে মোটামুটিভাবে বায়োলজিকাল ক্লকের ছন্দ বলা চলে। সার্কেডিয়ান ছন্দ ঘুমানোর আর ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময় নির্ধারণ করে। আমাদের ঘুমানো এবং ওঠার নেপথ্যে থাকা দুটো প্রধান বিষয়ের মধ্যে এটা একটা। দ্বিতীয়টা হলো ধকল বা চাপ, যা সারা দিন পর ঘুমের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে তোলে। মিজ ইয়াকুট ব্যাখ্যা করেছেন, 'আমরা কেন রাতে ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুমিয়ে থাকি এবং সকালে আবার জেগে উঠি- তা ব্যাখ্যা করতে এগুলো সাহায্য করে।' যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সাশা হ্যান্ডলি অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলছিলেন, 'শিল্প-বিপ্লব যুগের আগে সবাই শুধু আলো আর অন্ধকারের প্যাটার্ন অনুসরণ করে চলত, এই যে একটা ধারণা চলে আসছে আমি তা থেকে দূরে থাকতে চাই।' 'আমি মনে করি না যে এটা সঠিক। কারণ রাত অবধি, বা কখনো ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত মানুষকে পরিশ্রম করতে হতো। বিশেষত এমন কিছু কাজের ক্ষেত্রে যা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে করা দরকার,' বলছিলেন তিনি।

এর পরিবর্তে, সময়মতো ঘুম থেকে ওঠার জন্য মানুষ তখন সাধারণত কাজের সময়ের উপর ভিত্তি করে নিজের বডি ক্লক (শরীর প্রাকৃতিকভাবে যে ঘড়ি মেনে চলে) এবং প্রযুক্তি - দুই মিলিয়ে মিশিয়ে ব্যবহার করত। মিজ হ্যান্ডলি ব্যাখ্যা করেছেন, খামারের কাজের ক্ষেত্রে ঘুমের সময় কিছুটা দীর্ঘ হতে পারে। কারণ শরৎকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত (খামারে) সকালের দিকের কাজ কমে আসে। তবে তা বাদে এমন অনেক কারণ রয়েছে যার জন্য মানুষকে তাড়াতাড়ি উঠতে হতো। তার কথায়, 'উদাহরণস্বরূপ, ধর্মীয় বিষয় একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে জন্য বিছানার পাশে মানুষ এমন যন্ত্র রাখত যা থেকে সময় জানা যায়।' 'একটা নির্দিষ্ট সময়ে গির্জায় যাওয়া, বা খুব ভোরে প্রার্থনা করার রীতি মেনে চলার রেওয়াজ ছিল। এইভাবে ঈশ্বরের কাছাকাছি যাওয়া যায় বলে ভাবা হতো,' বলছিলেন মিজ. হ্যান্ডলি।

তিনি আরো জানিয়েছেন আগে ঘুম থেকে উঠে অন্যের চেয়ে আগে প্রার্থনা করেছে- এই রকম লোকদেখানো ব্যাপারটাও ছিল সেই সময়ে। মানুষের পুরো ঘুমের চক্রটাই সেই সময়ে অন্য রকম ছিল। শিল্প-বিপ্লবের আগে, "বাইফেজিক" ঘুমের ধারণা একটা জনপ্রিয় ধারণা হিসাবেই রয়ে গেছে। যদিও পণ্ডিতদের কেউ কেউ এই তত্ত্বের প্রমাণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। "বাইফেজিক স্লিপ" বা দুই পর্যায়ের ঘুম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুটো আলাদা সময়ে বিভক্ত। এতে রাতের বেলার ঘুমের মাঝে কয়েক ঘণ্টা বাদ দিয়ে আবার ঘুমানোর অভ্যাস থাকতে পারে বা রাতে ঘুমানোর পাশাপাশি দুপুরে অল্প সময়ের জন্য ঘুমিয়ে নেওয়া।

গবেষণা বলছে বিশ্বজুড়ে অনেক সমাজেই আজও পলিফেজিক ঘুমের চক্রের (যেখানে গোটা দিনজুড়ে কয়েক দফায় ঘুমানো হয়) চল রয়েছে। সাশা হ্যান্ডলির মতে, পশুদের শব্দকে অবশ্য মানুষের প্রথম অ্যালার্ম ঘড়ি হিসেবে ভাবা যেতে পারে। ভোর হতেই মোরগ ডাকছে সাধারণত আভাস দেয় যে দিন শুরু হচ্ছে। (গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে মোরগদের তাদের নিজস্ব সার্কেডিয়ান ছন্দ রয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে তারা ডাকে। আলো ফুটলেই যে তারা উঠে ডাকতে শুরু করবে এমনটা নয়।) অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সহযোগী অধ্যাপক ম্যাথিউ চ্যাম্পিয়ন বলেন, ভোরবেলায় একসঙ্গে অনেক পাখির কোলাহলও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মিজ হ্যান্ডলি জানিয়েছেন, সকালে ঘুম থেকে ওঠার ক্ষেত্রে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হলো ঘণ্টার আওয়াজ।

মধ্যযুগ এবং শুরুর দিকের আধুনিক পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপে, বিশেষত গির্জাগুলোকে কেন্দ্র করে জনজীবন গড়ে উঠেছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, প্রতি ঘণ্টায় গির্জা থেকে যে ঘণ্টা বাজানো হতো, তার ভিত্তিতেই মানুষ নিজেদের দিনের শুরু আর সারাদিনের কাজকর্ম গুছিয়ে নিত।

ম্যাথিউ চ্যাম্পিয়নের কথায়, 'সময়ের হিসাব রাখার জন্য গির্জায় যিনি ঘণ্টা বাজাতেন তার কাছে বালিঘড়ি থাকত।' কিছু বাড়িতে অবশ্য নিজস্ব ঘণ্টা থাকত, অনেক ক্ষেত্র শোওয়ার ঘরের দরজায় লাগানো হতো ঘণ্টা। সাশা হ্যান্ডলি বলেছেন, 'কাজের লোকদের নিজস্ব ঘণ্টা থাকত। তারাই সাধারণত আগে ঘুম থেকে উঠে তারপরে সময়মতো মালিক আর মালকিনদের জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব নিত।'

প্রাচীন অ্যালার্ম ঘড়ি- একেবারে শুরুর দিকের ব্যক্তিগত অ্যালার্ম ঘড়ির প্রচুর উদাহরণও রয়েছে। মিজ হ্যান্ডলি বলেন, 'এই পৃথিবীটা অ্যালার্ম ঘড়ি ছাড়াই চলেছে এমনটা নয়।' তিনি বলেন, সেগুলো একেকভাবে কাজ করত। কাছাকাছি কাউকে জাগানোর জন্য সংকেত দিতে জল বা আগুনের শিখার ব্যবহার করা হতো। 'সমাজের যত উঁচুতে যার অবস্থান, ততই বেশি অলঙ্কৃত আর জটিল হতো ওই সব পদ্ধতিগুলো,' জানাচ্ছিলেন তিনি। মোমবাতি-ঘড়ি প্রাচীন চীনে ব্যবহৃত হত। ওই ঘড়িতে সময় যত বাড়বে, তা মাপার জন্য চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। প্রফেসর হ্যান্ডলি জানিয়েছেন বুদ্ধি খাটিয়ে ওই মোমবাতি-ঘড়িতে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যে প্রতি ঘণ্টায় মোম গলে গিয়ে একটা ছোট ধাতব ট্রেতে একটা করে পেরেক পড়ত।

'এরকম মোমবাতি নিজেই বানানো যায়, অনেকে খরচ বাঁচানোর জন্য সেটা করতও। ঘুম ভাঙানোর জন্য ওই শব্দ একটা সংকেতের কাজ করে,' বলেছেন তিনি। চীনে সময়ের হিসাব রাখার জন্য ধূপও ব্যবহার করা হতো। কখনো কখনো ধাতব বলগুলো সুতো দিয়ে নিচে ঝোলানো থাকত যা নিচে রাখা ধাতব ট্রেতে পড়ে ঘণ্টার কাজ করত। উনিশ শতকের এক মার্কিন জাতিবিদ্যাবিদের বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে যে চীনের মানুষ জাগার জন্য নিজেদের পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে ধূপকাঠি গুঁজে রাখত। প্রাচীন গ্রিসে ক্লেপসিড্রা নামে পরিচিত জল-ঘড়ি কয়েক শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে প্রথম অ্যালার্ম ঘড়িতে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব দেওয়া হয় দার্শনিক প্লেটোকে। তিনি একটা পাত্রের ভেতরে হাওয়া ভরে সেটিকে আটকে দিয়েছিলেন আর পাত্রের ভেতরে জলের প্রবাহ বইত। জল যত বাড়ত, সঙ্গে সঙ্গে চাপও বাড়ত, ফলে শেষ পর্যন্ত জোরে কেটলির মতো হুইসেল শোনা যেত। ম্যাথিউ চ্যাম্পিয়নের মতে, গ্রামের দিকে যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় প্রাচীনতম ঘণ্টা পাওয়া যায়, তার অন্যতম ছিল এই জল-ঘড়ি। এর জন্য বিরাট জলের পাত্র ব্যবহার করা হতো, জল ছেড়ে দিলেই ঘণ্টা বেজে উঠত। দ্বাদশ শতকের এক নথি থেকে জানা যায়, আগুন নেভানোর জন্য এই জাতীয় জলাধার ব্যবহার করা হতো। প্রথম যান্ত্রিক ঘড়ি আসে ত্রয়োদশ শতকের শেষ আর চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে। মি. চ্যাম্পিয়ন বলেন, 'একেবারে শুরুর দিকে মাঝে সাঝে ঘণ্টা বাজানোর আগে সুর বাজত।' পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে, বাড়ির দেওয়াল ঘড়িগুলোতেও অ্যালার্ম থাকতে শুরু করে। এগুলোতে একটা পিন দিয়ে অ্যালার্ম সেট করা হতো।

'অ্যালার্মটায় ঘণ্টার আওয়াজ হতো, তারপর একটা ছোট ঘণ্টা বারবার বাজাত,' বলেছেন তিনি। নকার আপার্স মিজ হ্যান্ডলি বলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে ঘড়ি তৈরির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রসর দেখা যায়। এমন উদাহরণও রয়েছে যে মানুষ 'বেড়াতে যাওয়ার সময় তাদের নিজস্ব অ্যালার্ম ঘড়ি মিলিয়ে নিত,' বলছিলেন মিজ. হ্যান্ডলি। জানা যায়, আমরা যে অ্যালার্ম ঘড়ি চিনি, সেটা ১৭৮৭ সালে উদ্ভাবন হয়েছিল। যদিও ১৮৭৬ সালে প্রথম পেটেন্ট পাওয়ার পর তার উৎপাদন বাড়ে। যদিও এই "উন্ড স্প্রিং" দিয়ে তৈরি অ্যালার্ম ঘড়ি নির্ভরযোগ্য ছিল না এবং খুবই ব্যয়বহুল ছিল। শিল্প বিপ্লবের পর মানুষের ঘুমের বিষয়ে নানান পরিবর্তন দেখা দেয়।

আর তখনই "নকার আপার্স"রা তাদের হাতের রড, লাঠি আর মটরশুঁটির দানা ছোঁড়ার জন্য বিশেষ যন্ত্র হাতে নিয়ে যুক্তরাজ্যের লিডস, ম্যানচেস্টার, শেফিল্ড এবং পূর্ব লন্ডনের ক্রমবর্ধমান শিল্প শহরগুলোতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অরুণিমা দত্ত জানিয়েছেন, "নকার আপার্স"রা সারা রাত জেগে থাকতেন এবং ভোর তিনটে থেকে মানুষকে জাগাতে শুরু করতেন। তিনি মনে করেন একদিক থেকে এই পেশায় যুক্ত মানুষেরা সমাজের যত্নও নিতেন। মিজ দত্তের কথায়, 'যে জিনিসগুলো কারো নজরে পড়ত না সেগুলো তারা খেয়াল করতেন। কারণ যে সময় অন্যরা ঘুমাত সেই সময় তারা জেগে থাকতেন।'

যেমন ১৮৭৬ সালে, একজন "নকার আপার" লক্ষ্য করেন ব্র্যাডফোর্ডের এক বাড়িতে আগুন লেগেছে। তখন রাত দুটো বাজে। বাড়ির ভেতরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন পরিবারকে জাগিয়ে তুলে তাদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন তিনি। আরেকজন ১৮৮৮ সালে "জ্যাক দ্য রিপার"-এর প্রথম শিকার মেরি নিকোলসের মৃতদেহ খুঁজে পান। এই প্রসঙ্গে একটা মজার বিষয় উল্লেখ করেছেন অরুণিমা দত্ত। তিনি জানিয়েছেন, নিজেদের কাজে এতটাই অবিচল থাকতেন "নকার আপার্স"রা যে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবেশীরা অভিযোগ করত। কখনো কখনো কাউকে ডাকাডাকি করতে গিয়ে মারামারিও শুরু হয়েছে।

সমসাময়িক পুলিশ রিপোর্ট এবং সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ঘেঁটে তিনি জানিয়েছেন, 'অনেক ম্যাগাজিন বা কার্টুনেও তাদের দেখা গিয়েছে। যে প্রতিবেশীরা মোটেই উঠতে চাননি তাদের ঘুম ভাঙায় ঝগড়া বেঁধেছে।' ইউরোপের অন্যান্য দেশে উনবিংশ শতকে এরকম পেশার মানুষদের দেখা যায়। 'ইতালিতে ছিল হুটার। ফ্রান্সে ছিল রেভেলিওর, ' বলেছেন মিজ দত্ত। তবে তাদের ঘুম ভাঙানোর পদ্ধতি অবশ্য ব্রিটেনের "নকার আপার্স"দের থেকে অনেকটাই সূক্ষ্ম ছিল। তারা মানুষকে ঘুম থেকে তোলার জন্য তীক্ষ্ণশব্দে শিস দিত। তবে ১৯২০-র দশকের মধ্যে, পেশাদার "নকার আপার্স"দের কাজে ভাটা পড়ে। কারণ ততদিনে অ্যালার্ম ঘড়ি আরো জনপ্রিয় এবং সাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। মিজ. ইয়াকুট বলেছেন, 'ব্যক্তিগত অ্যালার্ম ঘড়ি উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। শিল্পায়নের অগ্রগতি এবং কৃত্রিম আলো ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের ঘড়ির ব্যবহারও বাড়তে থাকে। ক্রমে তাকে ঘিরে রোজনামচাও আরো সংগঠিত হয়ে ওঠে।

নিয়ম মেনে ঘুম- ফাতিমা ইয়াকুট জানিয়েছেন, সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে আগেকার দিনে ঘুমের অভ্যাসটা অনেক স্বাভাবিক ছিল, তাই সেটা স্বাস্থ্যকরও ছিল। তবে বাস্তব বোধহয় একটু অন্যরকম। জনাকীর্ণ এলাকা বা বাড়িতে বেশি কোলাহল হলে, অথবা ব্যাপক কায়িক পরিশ্রম হয় এমন কাজ - সবকিছুই মানুষের ঘুমের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তবুও, এই অ্যালার্ম ঘড়ির চল শুরুর পূর্ববর্তী সময়ের কিছু দিক আজও বিবেচনা করে দেখার মতো। তার মতে এর মধ্যে একটা হলো দিনের আলো বেশি করে গায়ে লাগানো, বিশেষত সকালের দিকে।

মিজ ইয়াকুট বলেন, 'গবেষণায় দেখা গেছে যে সার্কেডিয়ান ছন্দ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্যকর ঘুমের সময়ের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী সংকেতগুলোর মধ্যে একটা হলো সকালের আলো।' সন্ধ্যার পরে কৃত্রিম আলোর সংস্পর্শ বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করেন তিনি। 'এটা শরীরের নিজস্ব ঘড়িকে বিলম্বিত করতে পারে এবং ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে,' বলেছেন তিনি। আরও একটা শিক্ষণীয় বিষয় হলো যে স্বাস্থ্যের জন্য যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই ঘুমানো আর জেগে থাকার সময়টা প্রাচীনকালে মানুষ কীভাবে নিয়ম মেনে পালন করত। মিজ হ্যান্ডলি বলেন, 'প্রাচীণ গ্রিকদের সময় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পুরনো চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থগুলোতে এই সব নিয়মের কথাই বলা হয়েছে।' অনিয়মিত ঘুম হলে স্বাস্থ্যের কী কী ক্ষতি হতে পারে, তা নিয়ে এখন যেসব গবেষণা হচ্ছে, তার সঙ্গে আগেকার যুগের ঘুমের নিয়মনীতিগুলো মিলে যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে নিয়মিত ঘুমের সময় 'আসলে অ্যালার্ম ছাড়াই প্রতিদিন প্রায় একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠার একটা কার্যকর উপায়।' মিজ হ্যান্ডলি জানিয়েছেন, সেই সময়কার স্বাস্থ্যবিধি থেকেও অনেক কিছু শিখতে পারি যা ভালো ঘুম হতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, 'ভালো, নিয়মমতো আর শান্তিতে ঘুমের সহায়ক হয়, এমন কী কী শোয়ার ঘরে আছে, আর কোন জিনিসগুলো শান্তিমতো ঘুমোতে দিচ্ছে না, সেগুলোর ব্যাপারে ভেবে দেখা যেতে পারে।' তার কথায়, ঘুমানোর আগে যে খাবারটা খাচ্ছেন, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। ঘুমানোর কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই শর্করাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। 'ঘুমের ধরনের সঙ্গে যুক্ত এই সব দৈনন্দিন অভ্যাসগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে, যার কতগুলো সম্ভবত আমরা সাম্প্রতিক সময়ে ভুলে গিয়েছিলাম', বলছিলেন মিজ. হ্যান্ডলি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

৪ টি শ্রম কোড বাতিল করার দাবিতে বিক্ষোভ সিআইটিইউ এবং সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার। ছবি নিজস্ব।

লোকসভার আসন বাড়ানোর প্রস্তাব নিয়ে উদ্বেগ দক্ষিণী রাজ্য বঞ্চিত হতে পারে: কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়ানোর সম্ভাব্য বিল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, এই প্রস্তাব কার্যকর হলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের বৈষম্য আরও বাড়তে পারে এবং দক্ষিণী রাজ্যগুলি রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়তে পারে।

কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা জয়রাম রমেশ সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সরকার লোকসভার আসন সংখ্যা ৫০ শতাংশ বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। একইসঙ্গে প্রতিটি রাজ্যের আসনও আনুপাতিক হারে বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে।

তার দাবি, “সব রাজ্যের আসন ৫০ শতাংশ বাড়ানো হবেএই যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে সমতা বজায় রাখার কথা বললেও বাস্তবে তা বিভ্রান্তিকর। এতে দীর্ঘমেয়াদে গভীর প্রভাব পড়বে, যা উপেক্ষা করা যায় না।”

বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি বলেন, এখন উত্তর প্রদেশ-এর লোকসভা আসন ৮০টি, যেখানে তামিলনাড়ু-এর আসন ৩৯টি। প্রস্তাব কার্যকর হলে উত্তরপ্রদেশের আসন বেড়ে ১২০ হতে পারে, অন্যদিকে তামিলনাড়ুর আসন বাড়বে সর্বোচ্চ ৫৯টি পর্যন্ত। একইভাবে কেরালা-এর আসন ২০ থেকে ৩০ এবং বিহার-এর আসন ৪০ থেকে ৬০-এ পৌঁছতে পারে।

জয়রাম রমেশের অভিযোগ, এতে মোটের ওপর দক্ষিণী রাজ্যগুলি প্রায় ৬৬টি নতুন আসন পাবে, যেখানে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি পাবে প্রায় ২০০টি আসনফলে প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য আরও বিঘ্নিত হবে।

তিনি আরও দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একতরফাভাবে এমন একটি আইন আনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা দক্ষিণ, উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের তুলনামূলক ছোট রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করতে পারে।

এর আগে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ. রেভান্ত রেড্ডি-ও এই প্রস্তাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে একে “গোপন ষড়যন্ত্র” বলে উল্লেখ করেছিলেন, যা দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেন।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নতুন সংসদ ভবনে ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম, ২০২৩’ পাশ হয়, যার মাধ্যমে লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে।

মদ নীতি মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট-এর নোটিস অরবিন্দ কেজরিওয়াল-কে, ইডির আবেদনে নতুন মোড়

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (আইএএনএস): দিল্লির আবগারি (এক্সাইজ) নীতি সংক্রান্ত মানি লন্ডারিং মামলায় নতুন মোড়। দিল্লি হাইকোর্ট বুধবার আম আদমি পার্টির (এএপি) নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-কে নোটিস জারি করেছে।

এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র আবেদনের ভিত্তিতে, যেখানে সংস্থাটি কেজরিওয়ালের অব্যাহতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। অভিযোগ ছিল, তিনি প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর অধীনে জারি করা সমন উপেক্ষা করেছিলেন।

বিচারপতি স্বর্ণা কান্তা শর্মার একক বেঞ্চে শুনানির সময় ইডির তরফে আইনজীবী জানান, ট্রায়াল কোর্ট কেজরিওয়ালকে অব্যাহতি দিয়ে “গুরুতর ভুল” করেছে। তাঁর দাবি, নথিপত্রে স্পষ্ট যে সমন যথাযথভাবে জারি ও গ্রহণ করা হয়েছিল।

আদালত পর্যবেক্ষণ করে জানায়, আগাম নোটিস থাকা সত্ত্বেও কেজরিওয়ালের পক্ষে কেউ উপস্থিত হননি। তাই নতুন করে নোটিস জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ট্রায়াল কোর্টের নথি তলব করা হয়। মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে ২৯ এপ্রিল।

উল্লেখ্য, রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পরাশ দলাল পূর্বে কেজরিওয়ালকে অব্যাহতি দেন। আদালত জানায়, অভিযোগ অনুযায়ী তাঁকে বিচারের মুখোমুখি করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই।

ইডির অভিযোগ ছিল, একাধিকবার সমন জারি হওয়া সত্ত্বেও কেজরিওয়াল হাজিরা দেননি, যা একটি উচ্চপদস্থ সরকারি ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভুল বার্তা দেয়।

এদিকে, এই মামলার পাশাপাশি দুর্নীতি সংক্রান্ত আলাদা মামলায় সিবিআই-ও হাইকোর্টে আবেদন করেছে, যেখানে কেজরিওয়াল ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়াসহ ২৩ জন অভিযুক্তকে ট্রায়াল কোর্টের অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, কেজরিওয়াল ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট-এ আবেদন জানিয়ে শুনানি অন্য বেঞ্চে স্থানান্তরের দাবি করেছেন। তাঁর অভিযোগ, মামলার নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।এই আবগারি নীতি মামলা ঘিরে আইনি লড়াই ক্রমেই জটিল আকার নিচ্ছে।

‘অপারেশন কবচ ১৩.০’ ৪৮ ঘণ্টার অভিযানে ৪৫২ গ্রেফতার, আটক প্রায় ১,৯৩০

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): বড়সড় দমনমূলক অভিযানে সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশ। ‘অপারেশন কবচ ১৩.০’-এর আওতায় ৪৮ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে মোট ৪৫২ জনকে গ্রেফতার এবং প্রায় ১,৯৩০ জনকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি চালানো হয়েছে ২৮৩টি অভিযান।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৯ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৩১ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই অভিযান চলে। পুলিশ সদর দফতরের নির্দেশে সংগঠিত এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল মাদক পাচারকারী, অবৈধ মদ সরবরাহকারী, বেআইনি অস্ত্র বহনকারী, জুয়াড়ি এবং অন্যান্য সমাজবিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।

ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ রোহিত রাজবীর সিং-এর তত্ত্বাবধানে এই অভিযানে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের ১৫টি থানার পাশাপাশি একটি সাইবার থানা এবং স্পেশাল স্টাফ, অ্যান্টি-নারকোটিক্স সেল, অ্যান্টি-অটো থেফট স্কোয়াড-সহ বিভিন্ন বিশেষ ইউনিট অংশ নেয়।

মোট ১১০টি বিশেষ দল গঠন করে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বস্তি এলাকা, শিল্পাঞ্চল, মদের চোরাচালান রুটসহ বিভিন্ন স্পর্শকাতর জায়গায় একযোগে অভিযান চালানো হয়। নাকা চেকিং, মোবাইল পেট্রোলিং এবং রিয়েল-টাইম সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত পদক্ষেপ নিশ্চিত করা হয়।

এনডিপিএস আইনে ৩৭টি মামলা রুজু করে ৫৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ১৪.৬২ কেজি গাঁজা, ০.৩০৬ কেজি হেরোইন এবং ০.৬৩৩ কেজি স্ম্যাক। এছাড়াও দিল্লি এক্সাইজ আইনে ১৩টি মামলায় ১৪ জনকে গ্রেফতার করে ৯৯৬ কোয়ার্টার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।অস্ত্র আইনে ১২ জনকে গ্রেফতার করে ১০টি ছুরি, ২টি পিস্তল এবং ৩টি জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। জুয়া সংক্রান্ত ২৩টি মামলায় ৪১ জন গ্রেফতার হয়েছে এবং নগদ ৩৪,২১০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এছাড়া, গাড়ি চুরির অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেফতার করে ৫টি চুরি হওয়া যান উদ্ধার হয়েছে। ৪ জন ঘোষিত অপরাধীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় প্রায় ২০০ জনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ধরনের ধারাবাহিক অভিযান অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং রাজধানীতে জননিরাপত্তা আরও জোরদার করবে।

ভারত-তাজিকিস্তান সম্পর্ক জোরদারে বহুমুখী সহযোগিতা পর্যালোচনা

দুশানবে, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করল ভারত এবং তাজিকিস্তান। বুধবার দুশানবেতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতবিনিময় হয়।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পশ্চিম) সিবি জর্জ তাজিকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী সিরোজিদ্দিন মুহরিদ্দিন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়েও আলোচনা হয়।

এছাড়া, ভারত-তাজিকিস্তান ফরেন অফিস কনসালটেশনের পঞ্চম দফার বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সহ-সভাপতিত্ব করেন সিবি জর্জ এবং তাজিকিস্তানের উপ-বিদেশমন্ত্রী ইদিবেক কালান্দার।

এই বৈঠকে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ফিনটেক, ফার্মাসিউটিক্যালস, সংস্কৃতি এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলিতে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত বছর সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন-এর শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইমোমালি রাহমন-এর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেই সময় দুই দেশের বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব পায়।১৯৯২ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকেই ভারত ও তাজিকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ। নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের সফর এবং ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক যোগসূত্র এই সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে।দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও সামরিক সহযোগিতাসহ মানবিক উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

ডিব্রুগড়ে চা বাগান পরিদর্শন, শ্রমিকদের পরিশ্রমের প্রশংসায় নরেন্দ্র মোদি

ডিব্রুগড়, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): অসম সফরে গিয়ে দিন শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার তিনি ডিব্রুগড় জেলার একটি চা বাগান পরিদর্শন করেন এবং সেখানে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। অসমের চায়ের বিশ্বব্যাপী গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “চা অসমের আত্মা” এবং এই রাজ্যের চা বিশ্বজুড়ে বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তিনি এই সফরকে “স্মরণীয় অভিজ্ঞতা” বলে উল্লেখ করেন।

চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের অবদানের প্রশংসা করেন মোদি। তিনি বলেন, “প্রতিটি চা বাগান পরিবারের পরিশ্রম ও নিষ্ঠা অসমের গৌরব বাড়িয়েছে। তাদের জন্য আমরা গর্বিত।”

চা পাতা তোলার অভিজ্ঞতার কথাও শেয়ার করেন তিনি। পাশাপাশি শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি নিয়ে কথাবার্তা এবং একটি সেলফি তোলার মুহূর্তও তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের আগে অসমে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই সফর বলে মনে করা হচ্ছে।

অসম বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ চা উৎপাদনকারী অঞ্চল। এই শিল্পে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশই মহিলা শ্রমিক। ডিব্রুগড় ছাড়াও টিনসুকিয়া ও জোরহাট জেলায় ব্যাপকভাবে চা উৎপাদন হয়।

রাজনৈতিক মহলের মতে, চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এই যোগাযোগ একদিকে প্রতীকী, অন্যদিকে নির্বাচনী কৌশলেরও অংশ। এতে চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বৃহৎ ভোটব্যাঙ্কের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

‘বাইরের দলকে সমর্থন করবে না আসাম’, জেএমএম-কে কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র

গুয়াহাটি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক লড়াই তীব্রতর। এই আবহে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুধবার ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)-কে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, আসামের ভোটাররা কোনও ‘বাইরের’ দলকে সমর্থন করবে না।

ডুলিয়াজানে এক নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা-র পরিচয় আসামের মানুষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। “আসামের মানুষ জেএমএম-কে ভোট দেবে না। দলের নাম যদি ‘অসম মুক্তি মোর্চা’ হত, তাহলে হয়তো বিষয়টা অন্যরকম হতে পারত,” মন্তব্য তাঁর।

এদিন কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রয়াত অসমীয়া সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গ-এর উল্লেখ নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সতর্ক করে বলেন, কোনও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

তাঁর বক্তব্য, “জুবিনকে নিয়ে দুই ধরনের মানুষ আছেনএকদল তাঁর সংগীত ও সংস্কৃতিতে অবদানকে সম্মান করেন, আরেকদল রাজনৈতিকভাবে বিষয়টি দেখেন।” কংগ্রেসকে ইস্তাহার থেকে জুবিন গার্গ সংক্রান্ত ‘ন্যায়বিচার’-এর প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

“জুবিনকে অসম্মান করা উচিত নয়। তাঁকে নির্বাচনী রাজনীতিতে টেনে আনা গ্রহণযোগ্য নয়,” স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর।

একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, উন্নয়নমূলক কাজ ও তৃণমূল স্তরে সংযোগের ভিত্তিতে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি জোরালো জনসমর্থন পাবে বলে দল আত্মবিশ্বাসী।

উল্লেখ্য, নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই আসামে জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক তরজা ও প্রচার তৎপরতা বেড়ে চলেছে।

ওড়িশা দিবসে শুভেচ্ছা, ‘বিকশিত ভারত’-এর যাত্রায় রাজ্যের মানুষের ভূমিকা প্রশংসনীয়: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): ওড়িশা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেন, ‘বিকশিত ভারত’-এর পথে ওড়িশার প্রতিভাবান ও পরিশ্রমী মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

প্রতি বছর ১ এপ্রিল ‘ওড়িশা দিবস’ বা ‘উৎকল দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। ১৯৩৬ সালের এই দিনেই ভাষাভিত্তিক পরিচয়ের ভিত্তিতে পৃথক প্রদেশ হিসেবে ওড়িশার প্রতিষ্ঠা হয়। দিনটি রাজ্যের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পৃথক রাজ্য গঠনের আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্বদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, “ওড়িশা দিবসে রাজ্যের মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই দিনটি রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চিরন্তন পরম্পরা এবং মানুষের দৃঢ়তাকে উদযাপন করে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতি গঠনে ওড়িশার অবদান আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে।”

তিনি আরও বলেন, “রাজ্যের প্রতিভাবান ও পরিশ্রমী মানুষ ‘বিকশিত ভারত’-এর যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। মহাপ্রভু জগন্নাথের কাছে আমি ওড়িশার মানুষের অব্যাহত উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।”

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও ওড়িশা দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, “সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদে ওড়িশা ভারতের গর্ব। বিকশিত ভারতের পথে রাজ্য আরও উন্নতি ও সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছাক।”

এদিকে, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, “ভাষার ভিত্তিতে গঠিত প্রথম রাজ্য হিসেবে ওড়িশা বিশ্বমঞ্চে নিজস্ব পরিচয় তৈরি করেছে। এই দিনে আমি সেই সব মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই, যাদের ত্যাগ ও দূরদর্শিতায় পৃথক ওড়িশা সম্ভব হয়েছে।”

তিনি আরও জানান, রাজ্যের ওড়িয়া পরিচয় ও সংস্কৃতি রক্ষায় তাঁর সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রত্যেক ওড়িয়ার স্বপ্নপূরণে নিরলসভাবে কাজ করছে। পাশাপাশি ‘সমৃদ্ধ ওড়িশা’ গড়ার লক্ষ্যে সকলকে একযোগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

নিযামুদ্দিন স্টেশনে ধাওয়ার পর ৬০ লক্ষ টাকার ‘মালানা ক্রিম’ উদ্ধার, গ্রেফতার ২

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): বড় সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশ। ধাওয়া চালিয়ে হযরত নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে প্রায় ১.৪৩৬ কেজি উচ্চমানের চরস, যা ‘মালানা ক্রিম’ নামে পরিচিত, উদ্ধার হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে যার মূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৯ মার্চ ক্রাইম ব্রাঞ্চের অ্যান্টি-স্ন্যাচিং অ্যান্ড বার্গলারি সেলের একটি দল অভিযুক্ত ওম চাঁদ ওরফে ওমু এবং তার সঙ্গী প্যারে সিংকে গ্রেফতার করে। মহারাষ্ট্র যোগাযোগ ক্রান্তি এক্সপ্রেস-এর জেনারেল কোচ থেকে, ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগে তাদের আটক করা হয়।

উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যের ভিত্তিতে এনডিপিএস আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

পুলিশ জানায়, ওই দিনই একটি নির্দিষ্ট সূত্রে খবর আসে যে, হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা ওমু নামে এক আন্তঃরাজ্য মাদকচক্রের সদস্য দিল্লিতে চরস সরবরাহ করতে আসছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে ইন্সপেক্টর রবিন ত্যাগীর নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়।

প্রথমে দিল্লির জিটি কর্নাল বাইপাস এলাকায় ফাঁদ পাতা হলেও অভিযুক্তরা পুলিশকে ফাঁকি দেয়। এরপর আইএসবিটি কাশ্মীরি গেট এলাকায় তল্লাশি চালানো হলেও তারা ধরা পড়েনি। শেষ পর্যন্ত নাটকীয় ধাওয়ার পর নিযামুদ্দিন স্টেশনে পৌঁছে তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়।

তদন্তে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া চরসের উৎস হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলার মালানা গ্রামের বাসিন্দা নৌলু রাম। পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিলেও তিনি পলাতক।

জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা জানিয়েছে, মুম্বইয়ে বিশেষ করে পার্টি ইভেন্টে চরসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সেই কারণেই তারা এই মাদক সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিল এবং মালানা গ্রাম থেকেই এই চালান সংগ্রহ করা হয়েছিল।

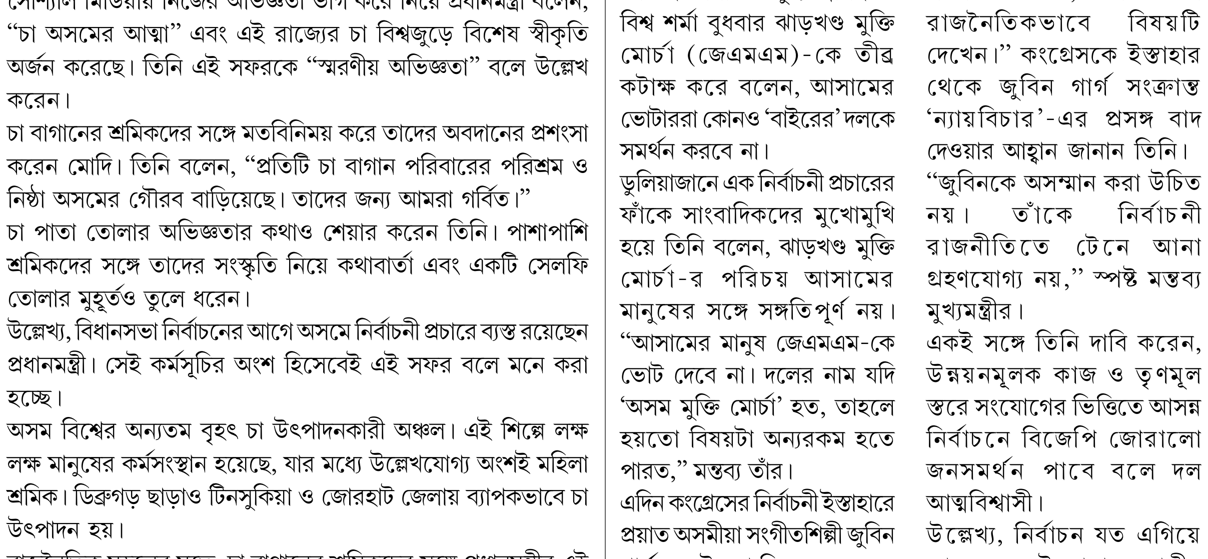
প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ফ্রিজের জল থেকে গরমে বাঁচাবে মাটির কুঁজোর জলে

গরম মানেই গ্যাস, অম্বল আর বদহজমের সমস্যা ঘরে ঘরে। ফ্রিজের অত্যধিক ঠান্ডা জল আমাদের শরীরের পাচন প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়। অন্যদিকে, মাটির কলসির জল প্রাকৃতিক ভাবেই ক্ষারীয় বা অ্যালকালাইন প্রকৃতির। এটি শরীরের অ্যাসিডের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত মাটির পাত্রের জল খেলে অ্যাসিডিটি বা পেটের অস্বস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায় সহজেই।

ভ্যাপসা গরমে বাইরে থেকে ঘেমে-নেয়ে ঘরে ফিরলেই অনেকেরই হাত চলে যায় ফ্রিজের দরজার দিকে। এক নিশ্বাসে এক বোতল বরফ জল না খেলে যেন মন শান্ত হয় না। কিন্তু আপনি কি জানেন, এই সাময়িক আরাম আসলে আপনার শরীরের বারোটা বাজাচ্ছে? বড়রা বরাবরই বলেন, 'পুরনো চাল ভাতে বাড়ে', আর স্বাস্থ্য সচেতনদের মতে গরমের আরাম লুকিয়ে আছে মাটির কুঁজো বা কলসিতে। বিজ্ঞান বলছে, মাটির পাত্রের জল শুধু প্রাকৃতিক উপায়ে ঠান্ডা থাকে না, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে এমন কিছু গুণ যা দামি পিউরিফায়ারও দিতে পারবে না। কেন এই গরমে মাটির কুঁজোই আপনার পরম বন্ধু হওয়া উচিত? দেখে নিন তার তিনটি প্রধান কারণ:- গরম মানেই গ্যাস, অম্বল আর বদহজমের সমস্যা ঘরে ঘরে। ফ্রিজের অত্যধিক ঠান্ডা জল আমাদের শরীরের পাচন প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়। অন্যদিকে, মাটির কলসির জল প্রাকৃতিক ভাবেই ক্ষারীয় বা অ্যালকালাইন প্রকৃতির। এটি শরীরের অ্যাসিডের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত মাটির পাত্রের জল খেলে অ্যাসিডিটি বা পেটের অস্বস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায় সহজেই। যারা দীর্ঘস্থায়ী পেটের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য এটি অমৃতের সমান। মাটির কলসিতে জল রাখার ফলে মাটির খনিজ গুণাগুণ জলের সঙ্গে মিশে যায়। এটি একটি ন্যাচারাল ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। শরীরের আনাচে-কানাচে জমে থাকা বিষাক্ত উপাদান বা টক্সিন বের করে দিতে মাটির পাত্রের জলের জুড়ি মেলা ভার। আর শরীর যখন ভেতর থেকে পরিষ্কার থাকে, তার ছাপ পড়ে আপনার চেহারায়। ত্বক হয়ে ওঠে আরও উজ্জ্বল এবং সজীব। একে আপনি 'ন্যাচারাল ডিটক্স ড্রিঙ্ক' বলতেই পারেন। ফ্রিজের কনকনে ঠান্ডা জল খাওয়ার ফলে গলার রক্তনালী হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এর থেকেই শুরু হয় গলা ব্যথা, টনসিল বা সর্দি-কাশির উপদ্রব। কিন্তু মাটির কুঁজোর জলের তাপমাত্রা শরীরের জন্য একদম সহনীয়। এটি গলার ক্ষতি তো করেই না, বরং শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। গরমকালে বারবার জ্বর বা সর্দি হওয়ার প্রবণতা থাকলে আজই ফ্রিজের জলের বদলে বেছে নিন মাটির পাত্রের জল।

সাবধানতা ও যত্ন: মাটির কুঁজো ব্যবহার করলেই হবে না, তার সঠিক যত্নও প্রয়োজন। অন্তত ৭ থেকে ১০ দিন অন্তর পাত্রটি ভালো করে পরিষ্কার করুন। জল সবসময় ঢেকে রাখুন এবং সরাসরি রোদ লাগে এমন জায়গায় কলসি রাখবেন না। মনে রাখবেন, পুরনো হয়ে যাওয়া জল না খাওয়াই ভালো।

গ্যাস ছাড়াই রান্না সারুন ঝটপট, রইল ৫টি স্মার্ট উপায়

ব্যাচেলর বা অফিসযাত্রীদের কাছে এটি আদর্শ। এই মাল্টি-কুকারে ভাত, ডাল থেকে শুরু করে সবজি বা স্যুপ সবকিছুই এক লহমায় তৈরি হয়ে যায়। এতে টাইমার এবং অটো-কুকিং মোড থাকায় খাবার পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। গ্যাস সাশ্রয়ের পাশাপাশি এটি সময়েরও সাশ্রয় করে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা বাজতেই তার আঁচ এসে লেগেছে মধ্যবিত্তের হেঁশেলে। একদিকে রান্নার গ্যাসের আকাশছোঁয়া দাম, অন্যদিকে জোগানে ঘাটতির আশঙ্কা সব মিলিয়ে আমজনতার পকেটে টান পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই খুঁজছেন এলপিজি -র বিকল্প। তবে চিন্তা নেই, স্মার্ট প্রযুক্তির জমানায় গ্যাস সিলিন্ডার ছাড়াও রান্নাঘর সচল রাখার একাধিক উপায় এখন হাতের মুঠোয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে রান্নাঘরের ভোল বদলে দিতে পারে এই পাঁচটি ইলেকট্রনিক গ্যাজেট। ইন্ডাকশন কুকটপ - শহরাঞ্চলে রান্নার গ্যাসের প্রধান বিকল্প হিসেবে ইন্ডাকশন কুকটপ দারুণ জনপ্রিয়। এটি সম্পূর্ণ বিদ্যুতের সাহায্যে চলে এবং তড়িৎ- চৌম্বকীয় পদ্ধতিতে সরাসরি পাত্র গরম করে। ফলে রান্নায় সময় কম লাগে এবং জ্বালানি সাশ্রয় হয়। সাধারণত ২ থেকে ৫ হাজার টাকার মধ্যে ভালো মানের ইন্ডাকশন কুকটপ বাজারে পাওয়া যায়। বিশেষ করে যাঁরা একা থাকেন বা হোস্টেলে থাকেন, তাঁদের জন্য এটি সবথেকে বেশি সুবিধাজনক। ইনফ্রারেড কুকটপ- ইন্ডাকশন কুকটপের সীমাবদ্ধতা হল এতে সব ধরনের বাসন ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু ইনফ্রারেড কুকটপ সেই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। এতে কাঁচের প্লেট গরম হয়ে তাপ উৎপন্ন হয়, যার ফলে স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, তামা এমনকি মাটির পাত্রেও রান্না করা সম্ভব। বহুমুখী ব্যবহারের জন্য অনেকেই এখন একে বেশি পছন্দ করছেন। ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার- ব্যাচেলর বা অফিসযাত্রীদের কাছে এটি আদর্শ। এই মাল্টি-কুকারে ভাত, ডাল থেকে শুরু করে সবজি বা স্যুপ সবকিছুই এক লহমায় তৈরি হয়ে যায়। এতে টাইমার এবং অটো-কুকিং মোড থাকায় খাবার পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। গ্যাস সাশ্রয়ের পাশাপাশি এটি সময়েরও সাশ্রয় করে।

কনভেকশন মাইক্রোওয়েভ ওভেন- অনেকেই মনে করেন মাইক্রোওয়েভ শুধু খাবার গরম করার যন্ত্র। কিন্তু আধুনিক কনভেকশন মাইক্রোওয়েভ ওভেনে বেকিং এবং গ্রিলিংয়ের পাশাপাশি সম্পূর্ণ রান্নাও করা সম্ভব। সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে

এটি রান্নার গ্যাসের উপর চাপ অনেকটাই কমিয়ে দেয়।

এয়ার ফ্রায়ার -তেল ছাড়া বা খুব সামান্য তেলে ভাজাপুজি করার জন্য এয়ার ফ্রায়ার এখন গৃহিণীদের প্রথম পছন্দ। তবে শুধু ভাজাই নয়, এখনকার উন্নত মডেলগুলিতে রোস্টিং এবং বেকিংয়ের সুবিধাও থাকছে। পনির বা মাছ-মাংসের বিভিন্ন পদ তৈরিতে এটি গ্যাসের বিকল্প হিসেবে চমৎকার কাজ করে। তবে মনে রাখতে হবে, বৈদ্যুতিক কুকটপ বা গ্যাজেট ব্যবহারের সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। হাই ভোল্টেজের এই যন্ত্রগুলি ব্যবহারের সময় সর্বদা পাওয়ার সকেট ব্যবহার করা উচিত। রান্নার সময় জল থেকে সাবধান থাকা এবং রান্না শেষ হওয়ার পর কুলিং ফ্যান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্লাগ না খোলা বুদ্ধিমত্তার কাজ।

গ্যাস ছাড়া হয়তো পুরোপুরি চলা সম্ভব নয়, তবে এই স্মার্ট গ্যাজেটগুলি সঙ্গে থাকলে এলপিজি-র ঘাটতি বা চড়া দামের মাঝেও আপনার হেঁশেল থাকবে একদম নিশ্চিন্ত।

সকালেবেলা ঘুম থেকে উঠে একরাশ সবুজের ছোঁয়া পেলে মনটা ভালো হয়ে যায়

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সদর দরজাটা খুললেই যদি একরাশ সবুজের ছোঁয়া পাওয়া যায়, তবে মনটা এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। কিন্তু জানেন কি, বাড়ির এই প্রবেশপথ শুধু আসা-যাওয়ার রাস্তা নয়, বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী এটিই হল মা লক্ষ্মীর আগমনের পথ। তাই সদর দরজা যদি ঠিকঠাক সাজানো থাকে, তবে ঘরে পজিটিভ এনার্জির জোয়ার আসা কেউ আটকাতে পারবে না। দামী শো-পিস বা আসবাব নয়, স্রেফ কয়েকটা ছোট্ট চারাগাছই বদলে দিতে পারে আপনার ভাগ্য। দূষণমুক্ত বাতাস আর মানসিক শান্তির পাশাপাশি অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিও ঘটবে ম্যাজিকের মতো। দেখে নিন কোন ১০টি গাছ আপনার বাড়ির প্রবেশপথের জন্য সবচেয়ে শুভ।

তুলসী- যুগ যুগ ধরে ভারতীয় পরিবারে তুলসী গাছের স্থান সবার উপরে। একে শুধু পবিত্র মনে করা হয় তাই নয়, এটি প্রাকৃতিক এয়ার পিউরিফায়ার হিসেবেও কাজ করে। সদর দরজার কাছে একটি তুলসী মঞ্চ বা টব থাকলে নেগেটিভ শক্তি ঘরে ঢুকতে পারে না।

মানি প্ল্যান্ট নামেই যার পরিচয়। বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রবেশপথে মানি প্ল্যান্ট লতিয়ে উপরের দিকে উঠলে তা বাড়িতে অর্থ ও সমৃদ্ধি টানে। এর বড় সুবিধা হল, এটি বাতাস থেকে বিষাক্ত টক্সিন শুষে নিয়ে ঘরকে সতেজ রাখে।

স্নেক প্ল্যান্ট- যাঁদের গাছ দেখাশোনা করার একদম সময় নেই, তাঁদের জন্য স্নেক প্ল্যান্ট আদর্শ। এটি রাতেও অক্সিজেন সরবরাহ করে। বাড়ির প্রবেশপথের এক কোণে অল্প আলোতেও এই গাছ খুব সুন্দর মানিয়ে যায়।

অ্যালোভেরা- অ্যালোভেরা শুধু ত্বকের যত্নে নয়, বাস্তু দোষ কাটাতেও অদ্বিতীয়। কথিত আছে, সদর দরজায় অ্যালোভেরা গাছ থাকলে তা বাইরের কু-দৃষ্টি থেকে বাড়িকে আড়াল করে রাখে। এটি দেখতেও বেশ আধুনিক ও ছিমছাম।

লাকি ব্যাম্বু- ফেংশুই এবং বাস্তুউভয় শাস্ত্রেই লাকি ব্যাম্বুকে অত্যন্ত শুভ মনে করা হয়। ফ্ল্যাটের সদর দরজায় যেখানে খুব একটা রোদ পৌঁছায় না, সেখানে কাঁচের পাত্রে জল দিয়ে এই গাছ রাখতে পারেন। এটি ঘরে ইতিবাচকতা ও শান্তি নিয়ে আসে।

অ্যারিকা পাম- বাড়ির সদর দরজাকে যদি একটু 'লাক্সারি' লুক দিতে চান, তবে অ্যারিকা পাম সেরা পছন্দ। এই গাছ শুধু লম্বায় বাড়ে না, এটি বাতাসের আর্দতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। আপনার বাড়ির প্রবেশপথ হয়ে উঠবে স্নিগ্ধ ও মনোরম। পিস লিলি- সাদা ফুলের এই গাছটি দেখতে যেমন স্নিগ্ধ, কাজও তেমন। পিস লিলি বাতাসকে দ্রুত শুদ্ধ করে এবং গৃহস্থের মনে শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে। কাজের শেষে বাড়ি ফিরে এই স্নিগ্ধতা দেখলে ক্লান্তি নিমেষেই দূর হবে।

জেসমিন বা চামেলি- সদর দরজায় পা রাখলেই যদি চামেলির মিষ্টি গন্ধে মন ভরে যায়, তবে দিনটা ভালো যেতে বাধ্য। এই গাছ মানসিক চাপ কমায় এবং বাড়ির পরিবেশে রোম্যান্টিক ও পজিটিভ ভাইব তৈরি করে।

জেড প্ল্যান্ট- জেড প্ল্যান্টকে বলা হয় 'ফ্রেন্ডশিপ ট্রি' বা সৌভাগ্যের প্রতীক। এটি খুব অল্প জায়গায় বেড়ে ওঠে। জেড প্ল্যান্ট ঘরের ভেতরের বাতাস থেকে বেনজিন এবং ফরমালডিহাইডের মতো ক্ষতিকারক রাসায়নিক শুষে নেয়। প্রবেশপথের তাকে বা ছোট স্ট্যান্ডে এটি সাজিয়ে রাখলে তা দেখতেও যেমন সুন্দর লাগে, তেমনই শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়।

গাঁদা- গ্রামের বাড়ি হোক বা শহরের বারান্দাগাঁদা ফুল সবার প্রিয়। সদর দরজায় গাঁদা গাছ থাকলে তা যেমন উজ্জ্বল রঙে বাড়িকে সাজিয়ে তোলে, তেমনই এর গন্ধ মশা ও পোকামাকড় দূরে রাখতে সাহায্য করে।

শুধু মা নন, সন্তান জন্মের পর মানসিক অবসাদে ভোগেন বাবারাও

এর পাশাপাশি রয়েছে তীব্র অনিদ্রা। নবজাতকের কান্নায় রাতের পর রাত ঘুম না হওয়া যে কোনও মানুষের মানসিক স্থিতিশীলতা নাড়িয়ে দিতে পারে। সঙ্গে যোগ হয় আর্থিক দুশ্চিন্তাও 'সন্তানের ভবিষ্যৎ সামলাতে পারব তো?' বা 'সংসারের বাড়তি খরচ আসবে কোথা থেকে?' এই ধরণের চিন্তাগুলো কুরে কুরে খায় নতুন বাবাকে। সন্তান পৃথিবীতে আসার আনন্দ যে ঠিক কতটা তা বলে বোঝানো যায়না। বোঝেন শুধু নতুন বাবা মায়েরাই। তবে জানেন কী এই অনাবিল আনন্দের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে ভয়াবহ বিষণ্ণতা। সাধারণত সকলেই মায়েদের 'পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন' নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু জানলে অবাক হবেন সন্তান জন্মের পর বাবারাও চরম বিষণ্ণতার মধ্য দিয়ে যেতে পারেন। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'প্যাটারনাল পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন'। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, পুরুষদের এই লড়াইটা অনেক বেশি নিঃশব্দ এবং একাকীত্বের। কেন ডিপ্রেশনে ভোগেন নতুন বাবারা? অনেকেই মনে করেন সন্তান জন্ম দেওয়ার শারীরিক কষ্ট যেহেতু মা সহ্য করেন, তাই বিষণ্ণতা কেবল তাঁরই হওয়ার কথা। কিন্তু গবেষণা বলছে অন্য কথা। সন্তান জন্মের পর একজন বাবার শরীরেও বড়সড় হরমোনগত পরিবর্তন আসে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, এই সময় পুরুষদের শরীরে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমে যায় এবং ইস্ট্রোজেন ও অক্সিটোসিনের মতো হরমোন বেড়ে যায়। প্রকৃতি আসলে বাবাকে শিশুর সঙ্গে বন্ডিং তৈরি করতে সাহায্য করে, কিন্তু এই হরমোনের ওঠা-নামা অনেক সময় মেজাজ বিগড়ে দেয় বা মন খারাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এর পাশাপাশি রয়েছে তীব্র অনিদ্রা। নবজাতকের কান্নায় রাতের পর রাত ঘুম না হওয়া যে কোনও মানুষের মানসিক স্থিতিশীলতা নাড়িয়ে দিতে পারে। সঙ্গে যোগ হয় আর্থিক দুশ্চিন্তাও "সন্তানের ভবিষ্যৎ সামলাতে পারব তো?" বা "সংসারের বাড়তি খরচ আসবে কোথা থেকে?"এই ধরণের চিন্তাগুলো কুরে কুরে খায় নতুন বাবাকে। আমাদের সমাজে একটা ধারণা প্রচলিত যে, পুরুষ মানেই শক্তপোক্ত, তাঁকে ভাঙলে চলবে না। এই কথাই ভেবে বাবারা তাঁদের মনের কষ্ট চেপে রাখেন। অনেক বাবা মনে করেন, নিজের কষ্টের কথা বললে পাছে লোকে তাঁকে দুর্বল ভাবে! পরিসংখ্যন বলছে, নতুন বাবাদের মধ্যে মাত্র ৩.২ শতাংশ মানুষ মানসিক সাহায্যের জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে যান। বাকিরা মুখ বুজে সহ্য করেন, যা দীর্ঘমেয়াদে পারিবারিক সম্পর্কের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

লক্ষণগুলো চিনে নিন- বাবার ডিপ্রেশন সবসময় মায়েদের মতো কান্না দিয়ে প্রকাশ পায় না। অনেক সময় দেখা যায় বাবা অকারণে রেগে যাচ্ছেন, মেজাজ হারাচ্ছেন কিংবা পরিবার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। সব সময় একটা অস্থিরতা কাজ করা বা কাজে মন দিতে না পারাএগুলোও কিন্তু বড় লক্ষণ।

সমাধানের পথ কী?- বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সমস্যা থেকে বেরনোর প্রথম ধাপ হলো কথা বলা। বাবাদের বুঝতে হবে যে তাঁরা 'বেবিসিটার' নন, বরং সন্তানের প্রাথমিক পরিচর্যাকারী। পরিবারের সদস্যদেরও উচিত বাবার মানসিক অবস্থার দিকে নজর দেওয়া। যদি সমস্যা গুরুতর হয়, তবে লজ্জা না পেয়ে থেরাপি বা কাউন্সেলিংয়ের সাহায্য নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। মনে রাখবেন, একজন সুস্থ বাবাই পারেন একটি সুস্থ ও হাসিখুশি পরিবার গড়ে তুলতে।

বাড়ির দক্ষিণ দিকে এই ৫টি জিনিস রাখলেই খুলবে ভাগ্যের দরজা

বিশেষ করে বাড়ির দক্ষিণ দিক নিয়ে অনেকের মনেই সংশয় থাকে। কিন্তু বাস্তু নিয়ম মেনে এই দিকে নির্দিষ্ট কিছু জিনিস রাখলে বাস্তু দোষ কেটে যায় এবং লক্ষ্মীর কৃপা বজায় থাকে। আসুন জেনে নিই দক্ষিণ দিকে কোন কোন জিনিস রাখা শুভ।

বাস্তু শাস্ত্রে গৃহকোণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্র মতে, ঘরে রাখা প্রতিটি জিনিসের প্রভাব সরাসরি ব্যক্তির ভাগ্য এবং আর্থিক অবস্থার ওপর পড়ে। অনেক সময় কঠোর পরিশ্রমের পরেও আর্থিক উন্নতি হয় না বা পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকে বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অন্যতম কারণ হতে পারে ভুল দিকে আসবাব বা প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখা। বিশেষ করে বাড়ির দক্ষিণ দিক নিয়ে অনেকের মনেই সংশয় থাকে। কিন্তু বাস্তু নিয়ম মেনে এই দিকে নির্দিষ্ট কিছু জিনিস রাখলে বাস্তু দোষ কেটে যায় এবং লক্ষ্মীর কৃপা বজায় থাকে। আসুন জেনে নিই দক্ষিণ দিকে কোন কোন জিনিস রাখা শুভ। বাস্তু শাস্ত্র অনুযায়ী, টাকা রাখার আলমারি বা সিন্দুক সবসময় দক্ষিণ দিকে রাখা উচিত। তবে খেয়াল রাখবেন, সিন্দুকের পিছনের অংশ যেন দক্ষিণ দিকে থাকে এবং এর দরজা যেন উত্তর দিকে খোলে। যেহেতু উত্তর দিক কুবেরের দিক হিসেবে পরিচিত, তাই মনে করা হয় এই অভিমুখে রাখা সিন্দুক কখনও খালি হয় না।

বাস্তু নিয়ম বলছে, ঘরের দক্ষিণ দিকে শুক্র দেবের বাস। জ্যোতিষ শাস্ত্রে শুক্র গ্রহকে ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের কারক মনে করা হয়। তাই এই দিকে 'জেড প্ল্যান্ট' লাগানো অত্যন্ত শুভ। এতে ঘরে অর্থের প্রবাহ বাড়ে এবং দীর্ঘদিনের আর্থিক সংকট দূর হয়। অনেক বাড়ির মূল প্রবেশদ্বার দক্ষিণ দিকে থাকে। যদি আপনার বাড়ির প্রধান দরজাও এই দিকে হয়, তবে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় চৌকাঠের দু'পাশে প্রদীপ জ্বালান। বাস্তু মতে, এতে পিতৃপুরুষরা প্রসন্ন হন এবং বংশের ওপর তাঁদের আশীর্বাদ বজায় থাকে। বেডরুমে ঘুমনোর সময় মাথার দিক সবসময় দক্ষিণ দিকে রাখা উচিত। এতে কেবল বাস্তু দোষই দূর হয় না, বরং গভীর ঘুম এবং মানসিক শান্তি লাভ করা যায়। উত্তর দিকে মাথা করে ঘুমনো বাস্তু মতে অশুভ।

সাধারণত আয়না উত্তর বা পূর্ব দিকে রাখার কথা বলা হলেও, বিশেষ কিছু বাস্তু সংশোধনীর ক্ষেত্রে আয়না দক্ষিণ দিকে লাগানো শুভ বলে মনে করা হয়। এটি ঘরের নেতিবাচক শক্তিকে ইতিবাচকতায় রূপান্তর করতে সাহায্য করে।

চকচকে বাসনই কি ডাকছে মরণব্যাধি

আসলে বাসন মাজার সাবান বা লিকুইড তৈরি হয় এক ধরনের রাসায়নিক দিয়ে, যার নাম 'সারফ্যাক্ট্যান্ট'। আমরা যতই জল দিয়ে ধুই না কেন, বাসনের গায়ে এই সাবানের এক অদৃশ্য পাতলা আস্তরণ থেকেই যায়। বিশেষ করে প্লাস্টিক বা মেলামাইনের বাসনে এই স্তর আরও জেদি হয়। আগের দিনে মা-ঠাকুমারা উনুনের ছাই কিংবা কালো সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে বাসন মাজতেন। সেই বাসনে খাবার খেলে পেটের রোগ তো দূর অস্ত, উল্টে এক অদ্ভুত তৃপ্তি পাওয়া যেত। কিন্তু সময় বদলেছে, উনুনের জায়গা নিয়েছে আধুনিক গ্যাস ওভেন। আর ছাইয়ের বদলে রান্নাঘরে জায়গা করে নিয়েছে সুগন্ধী ডিশওয়াশিং লিকুইড। এক ফোঁটাতেই আয়নার মতো ঝকঝকে বাসন বিজ্ঞাপনের এই মোহেই মজেছেন সকলে। কিন্তু আপনি কি জানেন, এই অতিরিক্ত 'চমক' আপনার শরীরে নিঃশব্দে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে? চিকিৎসকদের মতে, এই লিকুইড সাবান ব্যবহারের অসতর্কতা ডেকে আনতে পারে মারাত্মক বিপদ। কেন এই লিকুইড সাবান বিপদজনক? আসলে বাসন মাজার সাবান বা লিকুইড তৈরি হয় এক ধরনের রাসায়নিক দিয়ে, যার নাম 'সারফ্যাক্ট্যান্ট'। আমরা যতই জল দিয়ে ধুই না কেন, বাসনের গায়ে এই সাবানের এক অদৃশ্য পাতলা আস্তরণ থেকেই যায়। বিশেষ করে প্লাস্টিক বা মেলামাইনের বাসনে এই স্তর আরও জেদি হয়। যখনই সেই বাসনে গরম খাবার পরিবেশন করা হয়, তাপের সংস্পর্শে এসে রাসায়নিকগুলো খাবারের সঙ্গে মিশে সরাসরি আমাদের পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়।

গবেষণা ও শারীরিক ঝুঁকি:- বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই লিকুইডগুলোতে 'সোডিয়াম লরিল সালফেট'-এর মতো কড়া রাসায়নিক থাকে। এটি নিয়মিত শরীরে প্রবেশ করলে গ্যাস্ট্রাইটিস, আলসার এবং অন্ত্রের নানা দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা তৈরি হতে পারে। শুধু তাই নয়, লিকুইডের গন্ধে যে 'থ্যালেটস' ব্যবহার করা হয়, তা শরীরে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে পরিষ্কার মনে হওয়া বাসনই হয়ে উঠছে বিষের আধার। সুরক্ষিত থাকবেন কীভাবে? সম্পূর্ণভাবে লিকুইড বন্ধ করা হয়তো সম্ভব নয়, তবে ব্যবহারের ধরণে বদল আনা জরুরি:

কখনও লিকুইড সরাসরি বাসনে ঢালবেন না। এক কাপ জলে কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে নিয়ে তবেই মাজুন। বাসন মাজার পর পরিষ্কার জলে বারবার ধুয়ে নিন যাতে কোনও আঠালো ভাব না থাকে। যে স্পঞ্জ বা স্ক্রাবার দিয়ে মাজছেন, তা নিয়মিত বদলান। কারণ সেখানেও প্রচুর পরিমাণে সাবান এবং জীবাণু জমে থাকে।

প্রাকৃতিক বিকল্পই কি সেরা? বাসন পরিষ্কার করতে লেবু এবং ভিনেগার অসাধারণ কাজ করে। বিশেষ করে বাসনের তেলচিটে ভাব কাটাতে এর জুড়ি নেই। এছাড়া পোড়া বা কালচে দাগ তুলতে বেকিং সোডা ব্যবহার করতে পারেন। গ্রামবাংলার সেই পুরনো দিনের 'রিঠা' ফলও হতে পারে দারুণ বিকল্প। রিঠা ফল জলে ফুটিয়ে সেই জল দিয়ে বাসন মাজলে কোনো রাসায়নিকের ভয় থাকে না, অথচ বাসনও থাকে পরিষ্কার। তাই চকচকে রূপ দেখে ভুলবেন না। মনে রাখবেন, বাসনের ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে আপনার শরীরের সুস্থতা অনেক বেশি দামী।

অষ্টম বেতন কমিশন: সরকারি কর্মীদের মতামত নিতে দেশজুড়ে বৈঠক, দেরাদুনে ২৪ এপ্রিল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের বেতন কাঠামো পুনর্বিবেচনার লক্ষ্যে ৮ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন-এর সদস্যরা পরামর্শ প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মতামত সংগ্রহ করা হচ্ছে।

কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ এপ্রিল দেরাদুন-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে কর্মী সংগঠন, পেনশনভোগী সমিতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ বেতন, ভাতা ও পেনশন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরবেন।

কমিশনের সদস্যরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও এই ধরনের বৈঠক করবেন, যাতে কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের সমস্যাগুলি সরাসরি বোঝা যায়। এই মতামতের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে বেতন, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা কতটা সংশোধন করা হবে, তা নির্ধারণ করা হবে।

যে কোনও সংগঠন বা ব্যক্তি এই বৈঠকে অংশ নিতে চাইলে আগাম আবেদন করতে হবে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১০ এপ্রিলের মধ্যে ইমেল করে আবেদন জানাতে হবে। এরপর নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের বৈঠকের স্থান ও সময় জানিয়ে দেওয়া হবে।

এছাড়াও, কমিশন একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে, যেখানে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত স্মারকলিপি আকারে মতামত জমা দেওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নপত্রও প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে সংগঠিতভাবে মতামত সংগ্রহ করা যায়।

সরকারি কর্মী সংগঠন, পেনশনভোগী সমিতি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এমনকি সাধারণ ব্যক্তিরাও বেতন, ভাতা, পেনশন ও পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাঁদের মতামত জানাতে পারবেন।উল্লেখ্য, প্রায় ১.১ কোটিরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগী এই অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশের দিকে নজর রাখছেন। কমিশনকে ১৮ মাসের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময়সীমা দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শ্বাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন-২০২৬

পোস্টাল ব্যালট ভোটগ্রহন সহায়তা কেন্দ

স্থানঃ-মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
তারিখঃ- ৭ ও ৮ এপ্রিল, ২০২৬
সময়ঃ- সকাল ১০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
রিটানিং অফিসার
(মহকুমা শাসক)
১৩- সিমনা তমাকারি এবং ১৪- বোধজংনগর -ওয়াক্কিনগর
(তপ:উপঃ) (তপঃউপঃ) জেলা পরিষদ নির্বাচনক্ষেত্র
মোহনপুরঃ পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-02/26

P'NIET No.:175/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated: 30/03/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIT No :	105/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of Work :	Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 01 (One) No 20 (twenty) passenger's (1360 kg) capacity (Johnson make) G+2 type passenger Elevator at Dwanatari Building, ABV-RCC, Agartala for 03 (Three) years.
Estimated Cost :	Rs. 8,05,807.00
Time of Completion :	1095 Days
Bid Fee :	Rs. 1,000.00
Earnest Money :	Rs. 16116.00
Last Date and time of Submission of Bid :	10/04/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-04/26

Executive Engineer
Mechanical Division
Tripura

আসামে কংগ্রেসের সংগঠনিক ভিত্তি ভেঙে পড়েছে: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার টংলায় এক নির্বাচনী প্রচারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে কংগ্রেস তাদের সংগঠনিক ভিত্তি হারিয়েছে এবং নির্বাচনে তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কংগ্রেস এখন কার্যত অস্তিত্বহীন দল। আসামে তাদের আর কোনও ভিত্তি নেই। এই নির্বাচনে তারা কোনওভাবেই সফল হতে পারবে না।"

তিনি আরও দাবি করেন, বিজেপি রাজ্যের সর্বস্তরে শক্তিশালী জনসমর্থন উপভোগ করছে এবং তৃণমূল স্তরে দলের সংগঠন মজবুত।

এদিন কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রয়াত অসমীয়া সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গ-এর উল্লেখ নিয়েও সমালোচনা করেন তিনি। তাঁর মতে, কোনও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে রাজনৈতিক বিতর্কে টেনে আনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং জনমতের প্রতি অসম্মানজনক।

এছাড়া, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি-র আসাম সফর প্রসঙ্গেও প্রতিক্রিয়া দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ওয়াইসি এমন এলাকাতেই প্রচার করবেন যেখানে বিজেপি শক্তিশালী নয় এবং যেখানে কংগ্রেসের কিছু ভিত্তি এখনও রয়েছে। তবে এতে বিজেপির নির্বাচনী সম্ভাবনার ওপর কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই তিনি মনে করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, উন্নয়নমূলক কাজ ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ভিত্তিতে বিজেপি আসন্ন নির্বাচনে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে।

উল্লেখ্য, ১২৬ সদস্যের আসাম বিধানসভার নির্বাচন ৯ এপ্রিল এক দফায় অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোটগণনা হবে ৪ মে। নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে।

'প্রতিশ্রুতি পূরণে বিজেপির রেকর্ড আছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের নেই': আসামে নরেন্দ্র মোদী

গুয়াহাটি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): আসামের গোগামুখে এক বিশাল জনসভায় উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরে বিজেপির জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি দাবি করেন, প্রতিশ্রুতি পূরণে বিজেপির সুস্পষ্ট রেকর্ড রয়েছে, যা প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির নেই।

ভাষণের শুরুতেই আসামের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের কথা তুলে ধরে তিনি উল্লেখ করেন বীর সেনানায়ক লাচিত বরফুকন এবং কিংবদন্তি শিল্পী ভূপেন হাজারিকা-র অবদানের কথা। তাঁদের উত্তরাধিকারই রাজ্যের পরিচয়ের ভিত্তি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিকশিত ভারত' গড়তে হলে 'বিকশিত আসাম' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে 'হ্যাটট্রিক' করবে।

এদিন নাম না করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বিরোধী নেতা 'পরাজয়ের সেঞ্চুরি'র দিকে এগোচ্ছেন।

কল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রসঙ্গে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ২২ লক্ষের বেশি পরিবার পাকা বাড়ি পেয়েছে এবং আগামী দিনে আরও ১৫ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি দেওয়া হবে। "ডাবল ইঞ্জিন" সরকারের ফলে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন।

মহিলা ক্ষমতায়নের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রায় ৩ লক্ষ মহিলা 'লখপতি বাইদেও' হয়েছেন এবং এই সংখ্যা ৪০ লক্ষে পৌঁছানোর লক্ষ্য রয়েছে। 'অরুণোদয়' প্রকল্পের পরিধি বাড়ানোর কথাও জানান তিনি।

এছাড়া, আসামে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) কার্যকর করার পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

কৃষিক্ষেত্রে পিএম-কিষান সম্মান নিধি-এর মাধ্যমে প্রায় ২০ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন বলে জানান তিনি।রাজ্যের বন্যা সমস্যা মোকাবিলায় ১৮,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের ঘোষণা করে তিনি বলেন, ছন্ডত্নথদ্রস্থহ ট্রুন্তত্রন্-এর গভীরতা বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, গত এক দশকে ব্রহ্মপুত্র নদী-এর উপর পাঁচটি সেতু নির্মাণ হয়েছে এবং আরও পাঁচটির কাজ চলছে।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রেও উন্নতির দাবি করে তিনি বলেন, যেখানে আগে মাত্র ৬টি মেডিক্যাল কলেজ ছিল, এখন তা বেড়ে ১৪ হয়েছে এবং আরও ১০টি নির্মাণাধীন। পাশাপাশি ৭টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ২৪টি পলিটেকনিক কলেজ রয়েছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্র, তোষণনীতি ও অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থনের অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেপি আদিবাসী ও স্থানীয় মানুষের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভাষণের শেষে তিনি বলেন, "বিকাশ ও ঐতিহ্যএই দুইয়ের সমন্বয়েই বিজেপি কাজ করে এবং আসামের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ।'

'ম্যাচ ফিক্সার, মানুষের জন্য কিছুই করেনি', কেরলে রাহুল গান্ধী-কে তীব্র আক্রমণ নীতিন নবীন-এর

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): কেরলের নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন। বুধবার কন্নুরে রোড শো চলাকালীন তিনি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-কে নিশানা করে বিরোধী দলগুলিকে 'ম্যাচ ফিক্সার' বলে কটাক্ষ করেন। মাট্টান্নুরের ভাইয়ানথোড জংশন থেকে থালাস্সেরি রোড লিঙ্ক মল জংশন পর্যন্ত রোড শো করেন নবীন। এ সময় তিনি রাহুল গান্ধীর সেই অভিযোগ খারিজ করে দেন, যেখানে বলা হয়েছিল বিজেপি ও বামফ্রন্ট (এলডিএফ) একসঙ্গে কাজ করছে।

নবীনের বক্তব্য, "ওরা ম্যাচ ফিক্সার। নির্বাচনের আগেই খেলা ফিক্স করে রেখেছে। ইউপিএ আমলে দেশ দেখেছে কীভাবে বিষয়গুলি পরিচালনা করা হয়েছে। কেরলের মানুষের জন্য তারা কিছুই করেনি।"

এছাড়াও সবরিমালা ইস্যুতে কংগ্রেস নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "রাহুল গান্ধীর লজ্জা পাওয়া উচিত। সবরিমালা বিষয়টি তারা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে। এর জন্য রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী এবং এলডিএফ-ইউডিএফ সরকারই দায়ী।"

বিজেপির তরফে এই ইস্যুতে সিবিআই তদন্তের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

কেরলে বিজেপির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কথা তুলে ধরে নবীন বলেন, রাজ্যের মানুষ এখন বিকল্প হিসেবে বিজেপিকে দেখছেন। "দীর্ঘদিন ধরে এলডিএফ ও ইউডিএফ মানুষের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করেছে, দুর্নীতি বাড়িয়েছে এবং নিজেদের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে," দাবি তাঁর।তিনি আরও বলেন, পর্যটনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং মানুষ এখন পরিবর্তনের পক্ষে।

উল্লেখ্য, কেরলে আগামী ৯ এপ্রিল এক দফায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং ৪ মে ভোটগণনা হবে। নির্বাচনের আগে রাজ্যে রাজনৈতিক প্রচার তুঙ্গে উঠেছে।

'অনুপ্রবেশকারীদের নিয়েই বেশি চিন্তিত মমতা', তৃণমূলকে কটাক্ষ বিজেপির

কলকাতা, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করল বিজেপি। দলের অভিযোগ, রাজ্য সরকার "বাঙালি, বিশেষ করে হিন্দু বাঙালিদের" থেকে বেশি চিন্তিত "অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের" নিয়ে।

বিজেপির আইটি সেলের প্রধান ও পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত মালভিয়া বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্টে এই অভিযোগ করেন।

একইসঙ্গে, ভারতীয় টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেস-কে "বহিরাগত" বলা হয়েছে বলে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে মালব্য বলেন, "তৃণমূল বাঙালিদের নিয়ে সমস্যায় ভুগছে। গতকাল লিয়েন্ডার পেজকে বহিরাগত বলা হয়েছে, অথচ তিনি এই মাটিরই সন্তান।" তিনি আরও উল্লেখ করেন যে পেজ নিজেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর উত্তরসূরি হিসেবে গর্বিত বলে জানিয়েছেন।

এছাড়াও, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-কে লেখা চিঠির প্রসঙ্গও তোলেন মালব্য। সেই চিঠিতে ভোটার তালিকায় অন্য রাজ্যের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে মালব্য বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী এখন নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখে বাঙালিদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার বিষয়টি প্রশ্ন করছেন। তিনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষায় যে কোনও পর্যায়ে যেতে প্রস্তুত।"

অন্যদিকে, আলুর দাম নিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর দাবি, একসময়ের কৃষিতে এগিয়ে থাকা পশ্চিমবঙ্গে এখন চাষিরা চরম সঙ্কটে পড়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে মাত্র ১ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

উল্লেখ্য, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়েছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ মল্লিকার্জুন খার্গে-র

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে। বুধবার তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি নেতৃত্ব জনগণের অর্থ লুট করছে এবং দেশের অর্থনীতিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

এক্স-এ করা এক পোস্টে তিনি বলেন, "মোদি সরকার দেশের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক নীতিকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে, যার ফল এখন ১৪০ কোটিরও বেশি ভারতীয়কে ভোগ করতে হচ্ছে।"

সম্প্রতি বিমান জ্বালানি (এটিএফ) ও বাণিজ্যিক এলপিজির দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে খড়গে বলেন, "আজ থেকে একাধিক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ছে। বাণিজ্যিক এলপিজির দাম আকাশছোঁয়া, মাটিতে ঘাটতি প্রকট। রাস্তার ধারের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে মিড-ডে মিল প্রকল্পসব ক্ষেত্রেই এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।"

তিনি আরও দাবি করেন, একসময় সাধারণ মানুষের নাগালে থাকা বিমান যাত্রা এখন "অধর স্বপ্নে" পরিণত হয়েছে। "সরকার ভাড়ার ঊর্ধসীমাও তুলে দিয়েছে," অভিযোগ তাঁর।

স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে খড়গে বলেন, "৯০০-রও বেশি জরুরি ওষুধের দাম বেড়েছে। করোনারি স্টেন্টের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে চিকিৎসা ব্যয় আরও বেড়েছে।"

এছাড়াও টোল চার্জ, স্পিড পোস্টের খরচ বৃদ্ধি, প্লাস্টিক, ইস্পাত ও সিরামিক শিল্পে প্রভাব, কৃষকদের ব্যবহৃত পিভিসি পাইপের দাম বৃদ্ধি এবং বিটুমেনের দাম ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ার বিষয়েও তিনি সমালোচনা করেন।

তিনি অভিযোগ করেন, "যখন সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক ও এমএসএমই শিল্পগুলি স্বস্তির আশায় অপেক্ষা করছে, তখন বিজেপি নেতৃত্ব তাদের দুর্দশা উপেক্ষা করে জনগণের অর্থ লুটে নিচ্ছে এবং দেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।"

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন দিল্লিতে প্রিমিয়াম জ্বালানির দাম বাড়িয়েছে। যদিও পেট্রোল ও ডিজেলের দামে পরিবর্তন হয়নি, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বিমান জ্বালানি (এটিএফ) ও বাণিজ্যিক এলপিজির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, দিল্লিতে এটিএফ-এর দাম কিলোলিটার প্রতি ২,০৭,৩৪১.২২ টাকায় পৌঁছেছে, যা প্রথমবার ২ লক্ষ টাকার সীমা অতিক্রম করেছে।

নাগরিকত্ব যাচাই নির্বাচন কমিশনের নয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে: বেঙ্গল এসআইআর নিয়ে ওয়াইসির সমালোচনা

নয়াদিল্লি/কলকাতা, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে তীব্র আপত্তি জানালেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। তাঁর দাবি, নাগরিকত্ব যাচাই নির্বাচন কমিশনের আওতায় পড়ে না, বরং এটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব।

পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওয়াইসি বলেন, "আমরা এসআইআর-এর বিরোধিতা করছি। এই বিষয়ে আমাদের রিট পিটিশন এখনও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা নির্বাচন কমিশন-এর কাজ নয়, এটি ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রির আওতাধীন।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যের ভোটার তালিকা প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সমস্যার সৃষ্টি করছে। "অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় অনেক নাম রয়েছে, সেগুলি দ্রুত চূড়ান্ত করা দরকার। নির্বাচন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, এই বিলম্ব গুরুতর সমস্যা তৈরি করছে," বলেন তিনি।

বুধবার কলকাতায় এসে মুর্শিদাবাদে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে ওয়াইসির। এর মাধ্যমেই রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করছে এআইএমআইএম।

দলটি হুমায়ুন কবীরের জন উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়ছে। প্রথমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে অংশ নিয়ে এআইএমআইএম মোট ৮টি আসনে প্রার্থী দিচ্ছেবীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ৩টি করে এবং মালদায় ২টি আসনে।

দলটির অভিযোগ, মালদা ও মুর্শিদাবাদের মতো মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে উন্নয়নের অভাব রয়েছে। বেকারত্বের কারণে বহু যুবক অন্যত্র কাজের খোঁজে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় পরিকাঠামোর ঘাটতির কথাও তুলে ধরেছে তারা।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন দুই দফায় ২৩ ও ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোটগণনা হবে ৪ মে।

'নকশালমুক্ত ভারত' বাস্তবায়নে গোয়েন্দা তৎপরতার বড় ভূমিকা, জানালেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): 'নকশালমুক্ত ভারত'-এর লক্ষ্যে বড় সাফল্যের দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, নকশাল সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের অধিকাংশ সদস্য হয় নিহত, নয় গ্রেফতার বা আত্মসমর্পণ করেছে। অবশিষ্ট শেষ সক্রিয় সদস্যের সঙ্গেও আলোচনা চলছে।

একসময় তিরুপতি থেকে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত 'রেড করিডর' এখন ১২৬টি জেলা থেকে সঙ্কুচিত হয়ে মাত্র দু'টি জেলায় সীমাবদ্ধ হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

কেন্দ্রের কড়া নীতি ও নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান ছাড়াও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির নীরব কিন্তু কার্যকর ভূমিকা এই সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

সূত্রের দাবি, কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ)-এর গোয়েন্দা শাখাকে সক্রিয় করে নকশালদের চিহ্নিতকরণে বড়সড় পরিবর্তন আনা হয়। প্রতিটি ব্যাটালিয়নের অধীনে আলাদা গোয়েন্দা ইউনিট গঠন করা হয়, যারা গ্রাম ও জঙ্গলে নকশালদের উপস্থিতি এবং নেটওয়ার্ক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে।

এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের আস্থা অর্জন ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। শুরুতে গ্রামবাসীরা সহযোগিতা করতে অনীহা দেখালেও, নিরাপত্তা বাহিনী দীর্ঘ সময় ধরে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে বিশ্বাস অর্জন করে। উন্নয়নমূলক কাজযেমন রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থানিয়ে সচেতনতা তৈরি করে নকশালদের প্রভাব কমানো হয়।

এক আধিকারিকের মতে, এই প্রচেষ্টার ফলে গ্রামবাসীরাই পরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে শুরু করেন। প্রায় ৯০ শতাংশ গোয়েন্দা তথ্য 'গ্রেড এ' মানের এবং অত্যন্ত কার্যকর ছিল বলে দাবি।

রিয়েল-টাইম গোয়েন্দা তথ্য ব্যবস্থাও বড় পরিবর্তন আনে। এর ফলে নকশালদের হামলা, বিশেষ করে আইইডি বিস্ফোরণ, প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় এবং নিরাপত্তা বাহিনী আগাম অভিযান চালিয়ে তাদের দমন করতে সক্ষম হয়।

উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নকশালবাদের অবসান ঘটানোর লক্ষ্য নিয়েই এই অভিযান চালানো হয়েছিল, যেখানে উন্নয়ন, গোয়েন্দা তৎপরতা এবং সমন্বিত নিরাপত্তা কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে কেন্দ্রের দাবি।

কলকাতায় ইডির তল্লাশি, তোলাবাজি মামলায় একাধিক জায়গায় অভিযান

কলকাতা, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): তোলাবাজি সংক্রান্ত মানি লন্ডারিং মামলায় শহরের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার সকাল থেকেই দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় একযোগে এই অভিযান শুরু হয়।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, কসবার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে 'সোনা পাপ্পু'-র বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। এছাড়া বালিগঞ্জ এলাকায় একটি সংস্থার অফিস-সহ একাধিক জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছে।তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিক জানান, সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একাধিক এফআইআর দায়ের হয়েছে। তোলাবাজি, হুমকি-সহ নানা অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই অভিযোগগুলির ভিত্তিতেই গত কয়েকদিন ধরে তদন্ত চালাচ্ছে ইডি।বুধবার সকাল ৭টা নাগাদ ফার্ন রোডে সোনা পাপ্পুর বাড়িতে পৌঁছন ইডি আধিকারিকরা। তাদের সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও।ইডি-র দাবি, কসবা ও বালিগঞ্জ এলাকায় একাধিক সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করতেন সোনা পাপ্পু। অভিযোগ, নির্মাণ সংস্থাগুলির কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আদায় করা হত এবং সেই অর্থ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই বুধবারের তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।এছাড়াও, বালিগঞ্জে 'সান এন্টারপ্রাইজেস' নামে একটি সংস্থার অফিসেও হানা দিয়েছে ইডি, যেখানে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জেট ফুয়েলের দাম বাড়লেও স্থিতিশীল থাকতে পারে বিমানভাড়া, জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): আন্তর্জাতিক বাজারে জেট ফুয়েলের দামের বড় উত্থান সত্ত্বেও দেশের অভ্যন্তরীণ বিমানভাড়ায় বড়সড় বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা কম বলে জানাল কেন্দ্র সরকার। সরকারের পদক্ষেপে এই খাতকে আংশিক সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০১ সাল থেকে ভারতে এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (এটিএফ)-এর দাম বাজারভিত্তিকভাবে নির্ধারিত হয় এবং প্রতি মাসে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী তা সংশোধন করা হয়।

বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির জেরে ১ এপ্রিল থেকে এটিএফ-এর দাম ১০০ শতাংশেরও বেশি বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ছিল।

তবে সাধারণ যাত্রীদের ওপর চাপ কমাতে এবং বিমান শিল্পকে রক্ষা করতে সরকারি তেল সংস্থাগুলি, বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়-এর সঙ্গে পরামর্শ করে, এই বৃদ্ধিকে আংশিক ও ধাপে ধাপে কার্যকর করেছে।

সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, দেশীয় বিমান সংস্থাগুলির জন্য জ্বালানির দাম প্রায় ২৫ শতাংশ বা লিটার প্রতি প্রায় ১৫ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের পুরো প্রভাব পড়েনি।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী বিমান সংস্থাগুলিকে জ্বালানির সম্পূর্ণ মূল্যবৃদ্ধির চাপ বহন করতে হবে।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু বলেন, "এই পরিকল্পিত পদক্ষেপ যাত্রীদের উপর অতিরিক্ত ভাড়ার চাপ পড়া থেকে রক্ষা করবে, বিমান সংস্থাগুলির আর্থিক চাপ কমাবে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিমান খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে।"

পশ্চিম এশিয়ার চলমান উত্তেজনার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী অঞ্চলে অস্থিরতা জ্বালানির দাম বাড়ানোর অন্যতম কারণ।

এদিকে, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে যে ১১৫ শতাংশ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল, তা সঠিক নয়। বর্তমানে এটিএফ-এর দাম প্রায় ৮.৫ শতাংশ বেড়েছে এবং জাতীয় রাজধানীতে এর দাম প্রায় ১.০৪ লক্ষ টাকা প্রতি কিলোলিটার।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 3 02-04-2026, 00:01

আসামে ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকারকে কটাক্ষ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা-র, বললেন ‘ডাবল গুলামি মডেল’

গুয়াহাটি, ১ এপ্রিল(আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আসামে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। এই আবহে কংগ্রেস নেত্রী ও লোকসভা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র বুধবার বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকারের ধারণাকে কটাক্ষ করে একে ‘ডাবল গুলামি মডেল’ বলে অভিহিত করলেন।

নাজিরায় এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক প্রভাবের অধীনে কাজ করেন এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আবার প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে চলেন। তাঁর কথায়, “এটি ডাবল ইঞ্জিন সরকার নয়, বরং ডাবল গুলামির সরকার।”

এছাড়াও, বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বড় শিল্পপতিদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অভিযোগ তোলেন প্রিয়াঙ্কা। তাঁর দাবি, আসামের জমি ও খনিজ সম্পদসহ প্রাকৃতিক সম্পদ নির্দিষ্ট কিছু কর্পোরেট গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, ফলে স্থানীয় মানুষের অধিকার ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, প্রয়াত অসমীয়া সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গ-কে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। এই ইস্যুতে বিজেপির তরফে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ ওঠায় তার জবাব দেন প্রিয়াঙ্কা। তিনি বলেন, “লক্ষ লক্ষ মানুষের আবেগকে উপেক্ষা করা যায় না। তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব।”

তিনি আরও জানান, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিচার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানিতা নয়, বরং দায়বদ্ধতার পরিচয়। “১০০ দিনের মধ্যে বিচার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিককরণ নয়, ” বলেন তিনি।

এদিন ভোটারদের উদ্দেশে কংগ্রেস নেত্রী আহ্বান জানান, বিজেপির শাসনকালের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে এবং জনমুখী ও জবাবদিহিমূলক সরকার গঠনে সমর্থন জানাতে। উল্লেখ্য, নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই আসামে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই তীব্রতর হচ্ছে।

তেলিয়ামুড়ায় গণ উপনয়ন, ধর্মীয় আবহে সম্পন্ন সনাতনী ব্রাহ্মণ পরিবারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ এপ্রিল: তেলিয়ামুড়ার সর্বময়ী কালী বাড়ি প্রাঙ্গনে সনাতনী ব্রাহ্মণ পরিবারের উদ্যোগে এক গণ উপনয়ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই সংগঠনটি গণ উপনয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে বলে জানা গেছে।

বুধবার আয়োজিত এই গণ উপনয়ন কর্মসূচিকে ঘিরে মন্দির চত্বর সহ আশপাশের এলাকায় এক গম্ভীর ও ভক্তিমূলক ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পরিবারের নবীন ব্রাহ্মণদের উপনয়ন সম্পন্ন হয় বৈদিক নিয়ম মেনে, যা উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহের সঞ্চার করে।

অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সনাতনী ব্রাহ্মণ পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমাজের আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্রাহ্মণ পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতেই এই ধরনের গণ উপনয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অনেক পরিবার অর্থনৈতিক কারণে পৃথকভাবে উপনয়ন সম্পন্ন করতে পারেন না, তাঁদের সহযোগিতার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, শুধুমাত্র উপনয়ন সম্পন্ন করাই নয়, পরবর্তী সময়ে নবীন ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-বিধি, আচরণ এবং দৈনন্দিন ব্রাহ্মণ্যিক কর্তব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়াও তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য। এর মাধ্যমে সনাতনী রীতিনীতি ও সংস্কৃতির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এছাড়াও সনাতনী ব্রাহ্মণ পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, তারা নিয়মিতভাবে দুঃস্থদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, সামাজিক সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

সব মিলিয়ে, এই গণ উপনয়ন অনুষ্ঠান শুধু একটি ধর্মীয় আচার হিসেবেই নয়, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন হিসেবেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে বলে মনে করছেন উপস্থিত অনেকেই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাঞ্চনমালায় বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ফলাফল কেলেঙ্কারির অভিযোগ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল: কাঞ্চনমালা এলাকায় অবস্থিত বিবেক আলোক শিশু তীর্থ ইংরেজি মাধ্যম বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে ফের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। পরপর এমন অভিযোগ সামনে আসায় অভিভাবক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জানা গেছে, মাত্র দু’দিন আগেই এই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রের মার্কশিটে নম্বরের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও একই ধরনের অভিযোগ সামনে এসেছে। এবার অভিযোগ উঠেছে কাঞ্চনমালা এলাকার বাসিন্দা রাহুল রায়ের মেয়ের পরীক্ষার ফলাফলের মার্কশিটে কারচুপি করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ছাত্রীটির প্রাপ্ত নম্বর এবং মার্কশিটে প্রদর্শিত নম্বরের মধ্যে গরমিল রয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবেই ফলাফলে এই কারচুপি করা হয়েছে।

এই ঘটনায় অভিযোগের তীর সরাসরি স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীফল শীলের দিকে। অভিভাবকদের দাবি, সমস্ত বিষয় জেনেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এই ধরনের অনিয়ম করেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রীটির বাবা রাহুল রায় মঙ্গলবার রাতে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে পুরো বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে, একই স্কুলে পরপর ফলাফল সংক্রান্ত কারচুপির অভিযোগ ওঠায় অন্যান্য অভিভাবকদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। অনেকেই মনে করছেন, দ্রুত এই বিষয়ে সুষ্ঠ তদন্ত না হলে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে অভিভাবকদের দাবি, দ্রুত তদন্ত শুরু করে প্রকৃত সত্য সামনে আনা হোক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হোক।

ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সাধারণ মানুষের চলাচলে বিধিনিষেধ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ এপ্রিল: জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৫০০ মিটার এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত সময়ে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ এর ১৬৩ ধারা অনুযায়ী উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। আজ (১ এপ্রিল ২০২৬) থেকে আগামী ৩০ মে, ২০২৬ পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে। এই আদেশ সামরিক, আধা সামরিক ও রাজ্য পুলিশের জওয়ান, পুলিশ সুপার বা সংশ্লিষ্ট মহকুমার মহকুমা শাসক কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরী সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারি, তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রয়োজন এমন রোগী এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এর ২২৩ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টিটিএডিসি নির্বাচন: পাহাড়ি এলাকায় জোরদার প্রচার, বিল্লু জমাতিয়ার সমর্থনে ডোর-টু-ডোর অভিযান

আগরতলা, ১ এপ্রিল: আসন্ন টিটিএডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে পাহাড়ি জনপদে উৎসবের আবহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে নবীন-প্রবীণ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়ার সমর্থনে জোরদার ডোর-টু-ডোর প্রচার চালালেন দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা।

দুর্গম পাহাড়ি পথ পেরিয়ে, মেঠোপথ ধরে সাধারণ মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যায় প্রচারের বার্তা‘বিকশিত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন’। গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া সরাসরি কথা বলেন মানুষের সঙ্গে। কোথাও প্রবীণদের আশীর্বাদ, আবার কোথাও তরুণদের উৎসাহসব মিলিয়ে প্রচারে দেখা যায় ভিন্ন মাত্রার আবেগ।

বাড়ির উঠোনে বসে, কখনও চায়ের আড্ডায়, আবার কখনও খোলা আকাশের নিচে জমে ওঠে আলোচনা। এসময় সাধারণ মানুষের মুখে প্রধান দাবি হিসেবে উঠে আসে বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ।

এই প্রেক্ষাপটে প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া আশ্বাস দিয়ে বলেন, যুব সমাজের ভবিষ্যৎ গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিজেপি। তিনি জানান, বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই যুবকদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনে আরও বিস্তৃত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে।

ডোর-টু-ডোর প্রচারের শেষে তিনি স্থানীয় মানুষের কাছে আহ্বান জানান, তাঁকে বিপুল ভোটে জয়ী করে উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে। পাহাড়ি এলাকার নিস্তব্ধতার মাঝেই সেই আহ্বান যেন প্রতিধ্বনিত হয়ভোট কেবল রাজনৈতিক লড়াই নয়, বরং উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।

সিপাহিজলার জঙ্গলে পচাগলা

● প্রথম পাতার পর

করে। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

তবে বন দপ্তরের সংরক্ষিত এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে কীভাবে ওই ব্যক্তি প্রবেশ করলেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড নাকি আত্মহত্যাতা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। মৃতদেহটি পচাগলা অবস্থায় থাকায় শনাক্তকরণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তদন্তকারী দলকে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনা তৈরি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

মনুবনকূলের সমাবেশে

● প্রথম পাতার পর

এছাড়াও, এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে বীরচন্দ্র নগর কলসি এলাকায় একটি বৈঠকেরও আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকেও উপস্থিত থেকে সংগঠনের কৌশল ও প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

সমাবেশকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে তিপরা মথার এই কর্মসূচি জনজাতি এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

এডিসিতে বিজেপির জয় শুধু

● প্রথম পাতার পর

করেন। প্রদেয় বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান। এদিন রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, এই যোগদান প্রমাণ করে যে উপজাতি এলাকার মানুষ বিজেপির উন্নয়নমূলক ভাবনায় আস্থা রাখতে শুরু করেছেন। মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি ও উৎসাহই প্রমাণ করে যে, এবারের এডিসি নির্বাচনে বিজেপির জয় এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তিনি তিপরা মথার পাঁচ বছরের শাসনকালকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে দাবি করেন, এই সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। জনসভায় উপস্থিত মানুষদের উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন একটি বড় উন্নয়নমূলক কাজের নাম বলতে পারবেন? তিনি বলেন, সড়ক যোগাযোগ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা-এর মাধ্যমে বাসস্থান এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

শেষে তিনি সকলকে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে একজোট হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আগামী পাঁচ বছরে উপজাতি এলাকায় সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

ব্রহ্মপুত্রের নিচে সুড়ঙ্গ

● প্রথম পাতার পর

বলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন বিরোধী দল কংগ্রেসকেও আক্রমণ করেন তিনি। নাম না করে রাহুল গান্ধী-কে কটাক্ষ করে বলেন, বিরোধী নেতা ‘পরাজয়ের সেঞ্চুরি’র দিকে এগোচ্ছেন, অন্যদিকে বিজেপি মানুষের দৃঢ় সমর্থন পাচ্ছে।

কল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, আসামে ইতিমধ্যেই ২২ লক্ষেরও বেশি পরিবার পাকা বাড়ি পেয়েছে এবং আগামী দিনে আরও ১৫ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে।

মহিলা ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রায় ৩ লক্ষ মহিলা ‘লখপতি বাইদেও’ হয়েছেন এবং এই সংখ্যা ৪০ লক্ষে পৌঁছানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ‘অরুণোদয়’ প্রকল্পের পরিধি বাড়ানোর কথাও জানান তিনি।

এছাড়া, আসামে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) কার্যকর করার পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। কৃষিক্ষেত্রে পিএম-কিষান সম্মান নিধি-এর মাধ্যমে প্রায় ২০ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। রাজ্যের বন্যা সমস্যা মোকাবিলায় ১৮,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের কথাও ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে সুবানসিরি নদী-এর গভীরতা বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রসঙ্গে তিনি জানান, গত এক দশকে ব্রহ্মপুত্রের উপর পাঁচটি সেতু নির্মাণ হয়েছে এবং আরও পাঁচটির কাজ চলছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতির কথা তুলে ধরেন তিনি।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোষণনীতি ও অবহেলার অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেপি আসামের ঐতিহ্য রক্ষা করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

উপর জোর দেন এবং কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে শহরের বিভিন্ন এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলে প্রভাব পড়লেও সামগ্রিক পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল বলে জানা গেছে।

অপরদিকে, দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের কৃষকরা নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে চলেছেন। দেশ ও রাজ্যের কৃষিজীবি শ্রমজীবিদের বেঁচে থাকার ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরব হয়েছে অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস। তাই অবিলম্বে শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে কংগ্রেস ভবনের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন নেতৃত্বরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের এক নেতা বলেন, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে কৃষক—শ্রমিকরা চরম সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। তিনি আরও জানান, বর্তমান সরকারের নীতির কারণে কৃষিক্ষেত্রে নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে। কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তার অভাবে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, আবার মৌসুমে সার-বীজের সংকট দেখা দিচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে কিষান কংগ্রেস বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

এদিকে, শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী সর্বনাশা (শ্রমকোড) ১লা এপ্রিল থেকে ভারত ব্যাপী কার্যকরী করার প্রতিবাদে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে মিছিল সংগঠিত করে। বুধবার বেলা সাড়ে বারোটায় সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয় শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এক নং টিলা প্রভাতী মার্কেট এর সামনে হয় পথসভা।

সভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক দীপঙ্কর সেন , কৃষক নেতা বাবুল দেবনাথ , প্রাক্তন বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।এই দিবস টিকে বামপন্থীরা কালো দিবস পালন করে। সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি আয়োজিত কর্মসূচি তে ছিলেন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, রাজ্য কমিটির সদস্য বিধায়ক দীপংকর সেন,রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদার, বামপনী শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব আশীষ দত্ত সহ বামপন্থী বিভিন্ন গনসংগঠনের কর্মি সমর্থকরা।

পেট্রোল-ডিজেল স্বাভাবিকঃ সচিব

● প্রথম পাতার পর

থেকে বাড়িয়ে ৮৫ টাকা ১৫ পয়সা করা হয়েছে। একইভাবে গোমতী জেলায় সিএনজি-র মূল্য ৮৬ টাকা ৮০ পয়সা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯ টাকা ৯৫ পয়সা হয়েছে। নতুন এই দাম বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হয়েছে।

পিএনজি-র ক্ষেত্রেও একাধিক ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরায় গৃহস্থালির পিএনজি-র দাম ৪২ টাকা ৩০ পয়সা থেকে বেড়ে ৪৪ টাকা ১২ পয়সা হয়েছে। গোমতী জেলায় এই দাম ৪৬ টাকা ৫৪ পয়সা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮ টাকা ৫৩ পয়সায়।

এছাড়াও, পশ্চিম ত্রিপুরায় বাণিজ্যিক ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পিএনজি-র মূল্য ৫৩ টাকা ২৭ পয়সা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬ টাকা ২৩ পয়সা হয়েছে। গোমতী জেলায় এই হার ৪৯ টাকা ৩৭ পয়সা থেকে বেড়ে ৫৩ টাকা ৫৭ পয়সা করা হয়েছে। বোধজংনগর আইজিসি এলাকায় পিএনজি-র মূল্য ৩৯ টাকা ৬৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৪২ টাকা ৯০ পয়সা করা হয়েছে।এছাড়াও, সরকারি কোয়ার্টারের জন্য গৃহস্থালির পিএনজি-র দাম ৪৭ টাকা ২ পয়সা থেকে বেড়ে ৪৯ টাকা ১২ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের জীবনযাত্রায় প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে রান্নার খরচ এবং পরিবহন ব্যয় বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যেই বাজারে মূল্যবৃদ্ধির চাপে থাকা সাধারণ মানুষের জন্য এই সিদ্ধান্ত আরও দুর্ভোগ ডেকে আনবে বলে মত বিশ্লেষকদের।

যাত্রীবাহী গাড়িতে পশু পাচার পুলিশের জালে ২ গাড়ি, ৫ পশু

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে দুটি ছোট গাড়ি। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রথম ঘটনাটি ঘটে কৈলাসহর থানার অন্তর্গত হালাইছড়া এলাকায়, যেখানে অমল গোয়ালার দুটি গরু চুরি হয়। অপরদিকে, দ্বিতীয় ঘটনাটি ইরানি থানার অধীন হিরাছড়া এডিসি ভিলেজে, সেখান থেকে বিজয় রায়ের তিনটি গরু চুরি হয়।

চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, এই গবাদি পশুগুলো কোনো ট্রাক বা বড় যানবাহনে নয়, বরং ছোট যাত্রীবাহী গাড়িতে করে পাচার করা হচ্ছিল। ইরানি থানা এলাকার দুটি পৃথক স্থানে দ্রুত পালানোর সময় গাড়ি দুটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি বুঝতে পেরে গাড়ি ও গরুগুলি আটক করেন। তবে অন্ধকারের সুযোগে অভিযুক্তরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

খবর পেয়ে ইরানি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ি দুটি এবং পাঁচটি গরু উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধান্বিকা আর (আইপিএস) জানান, ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষের মনে সহজে সন্দেহ জাগছে না, যা পাচারকারীদের জন্য সুবিধাজনক হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং অন্য ঘটনাটির ক্ষেত্রেও আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

তিনি আরও জানান, দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশি তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক এ. রাগুল এবং ইরানি থানার ওসি বিরাজ দেববর্মা।

এদিকে, দিনের আলোতে কিংবা বাড়ির সামনে থেকে গবাদি পশু চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ছোট রাস্তা ব্যবহার করে দ্রুত পালানোর কারণে দুষ্কৃতীদের ধরা কঠিন হয়ে উঠছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

বিজেপি জয়ী হলে এডিসি এলাকার

● প্রথম পাতার পর

গ্রুপ ইত্যাদি থেকে শুরু করে। যারা আগে শাসন করেছে, তারা কখনও উন্নয়নের জন্য কাজ করেনি। সমভুরাম পাড়ায় ৭৪৯টি পরিবার রয়েছে, এর মধ্যে ৩০০ পরিবার বিনামূল্যে চাল পাচ্ছে, ১২৯ পরিবার সরকারি ঘর পেয়েছে, এবং ১৮৩টিরও বেশি ঘরের অনুমোদন হয়েছে। এখানে শতভাগ জল সংযোগ আছে। মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পোশাক ইত্যাদি চায়। কোনো রাজনৈতিক দল কি আগে এসব দিয়েছে? গত সাত বছরে বিজেপি সরকার ৪,৫৪,০০০ পরিবারকে ঘর দিয়েছে, আর ৩৫ বছরের সিপিআইএম শাসনে মাত্র ৭৮,০০০ ঘর দেওয়া হয়েছে। আমরা ২৪ লক্ষ মানুষকে ৫ কেজি করে বিনামূল্যে চাল দিচ্ছি। আগে কেন এই দেওয়া হয়নি? ২০১৮ সালের আগে ৪,১৬০টি স্বনির্ভর গ্রুপ ছিল, এখন ৫৪,০০০। সিপিআইএম সরকার ২৮ কোটি টাকা দিয়েছিল, আমরা ৭৬৩ কোটি টাকা দিয়েছি এবং ১.৮ লক্ষ ‘লাখপতি দিদি’ চালু করেছি,” মন্ত্রী বলেন।

মন্ত্রী আরও জানান, সব এই অর্জন সম্ভব হয়েছে ডাবল ইঞ্জিনের বিজেপি সরকারের অধীনে, এবং যখন বিজেপি ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ-তে ক্ষমতায় আসবে, তখন তা একটি ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার হবে, এবং আরও উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে।

তিনি বলেন এই ৭.৫ বছরে, জনজাতিরা যথাযথ সম্মান পেয়েছে। অনেক জনজাতি ব্যক্তি পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন। আমাদের সরকার জনজাতি এলাকা উন্নয়নের জন্য কাজ করছে, এবং তাদের উন্নয়নে ১৪০০ কোটি টাকা বিশ্বব্যাংক থেকে ব্যয় হচ্ছে। আমরা সমাজপতিদের জন্য সামাজিক পেনশনও বৃদ্ধি করেছি। সরকার একটির পর এক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সিপিআইএম সরকার সর্বদা জনজাতিকে দমন করত, তাদের উন্নয়নের জন্য কখনও কাজ করত না, এবং তাদের অধিকার রক্ষা করত না, যা এখন বিজেপি সরকার করছে। আপনাদের ভোট হবে উন্নয়নের ভিত্তিতে। যদি আমরা স্বশাসিত জেলা পরিষদএ ক্ষমতায় আসি, আরও উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত হবে।

জনসমর্থন হারিয়ে হতাশা

● প্রথম পাতার পর

কাজের কোন মিল দেখা যায় না। তাই তাদের মিথ্যাচার এখন মানুষ বুঝে গেছেন। আর আমরা চাই ত্রিপুরায় একটা স্বস্তির পরিবেশ বজায় থাকুক। কিন্তু কিছু লোক চায় অশান্তির মাধ্যমে সরকারে থাকতে। আমি বারবার বলছি জনজাতিদের উন্নয়ন না হলে ত্রিপুরারও উন্নয়ন হবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বলছেন উত্তর পূর্বাঞ্চল (অষ্টলক্ষ্মী) এর উন্নয়ন না হলে আমাদের দেশেরও উন্নয়ন হবে না। কারণ এই অঞ্চলের জিডিপি ভারতবর্ষের উন্নয়নের একটা অংশ হবে। ইউপিএ সরকারের সময়ে উত্তর পূর্বাঞ্চল অবহেলিত ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, মথা ও আইপিএফটির সঙ্গে আমরা জোট করেছি। কিন্তু কি করছে তারা? বারবার আমাদের কার্যকর্তাদের উপর আঘাত করছে, মারধোর করছে, তাদের বাড়িঘর আক্রমণ করছে, অগ্নিসংযোগ করছে। বিগত কয়েক বছর ধরে এই কাজ করছে তারা। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তাদের ব্ল্যাকমেইল আর মেনে নেব না। কারণ আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। যদিও তারা সামনে এক কথা বলে, আর পেছনে গিয়ে আরেক কথা বলে। কিন্তু আমরা চাই ত্রিপুরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকুক। আগে আমরা খুন, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এর মতো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। আর ২০১৮ সালে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরায় শান্তি ফিরেছে। আজ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। এখন এখানে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। জাতি জনজাতি মণিপুরী সংখ্যালঘু সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আমরা চলতে চাই।

সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, থানসা থানসা বলে নিজের আখের গোছানোর লক্ষ্যে ইচ্ছে করে এধরণের কথা বলে মথা নামধারী কিছু ব্যক্তি এধরণের কাজ করছে। আজকেও কমলপুরে আক্রমণ করেছে। কিন্তু আমরা আক্রমনে বিশ্বাস করি না। আইনের মাধ্যমে এর উত্তর আমরা দেবো। আইন আমাদের সাথে রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি গুণ্ডামিতে বিশ্বাস করে না। ভারতীয় জনতা পার্টি চায় একটা শান্তির পরিবেশ। অথচ তারা বারবার আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। আমাদের সঙ্গে কথা না বলে আগেই আইপিএফটি তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। যে কারণে আমাদের সভাপতি তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু তারা অর্ধেক আসন দাবি করে বসে। আমরা জোট ধর্ম পালন করি। বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তীতে মথা মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়। তারপরও আমাদের সাথে থেকে বিরোধী দলের ভূমিকায় রয়েছে তারা। বিধানসভায় তারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তবুও আমরা তাদের সহ্য করেছি। সভায় বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এডিসি এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার প্রচুর অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে। কিন্তু সেই অর্থে ব্যাপক লুটপাট হয়েছে। তারা চাইছে আগামী দিনেও যাতে এসব লুটপাট কায়েম রাখা যায়। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির মতো সর্ববৃহৎ পার্টি এসব অনিয়মে কখনো মান্যতা দেয় না। তাই এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠিত হলে এসব অনিয়মের হিসেব নিকেশ নেওয়া হবে। মারপিট, চাপের রাজনীতি, গুন্ডামি এই সরকার কখনো বরদাস্ত করবে না।

ডাঃ সাহা বলেন, এডিসির উন্নয়নে এত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া সত্ত্বেও কোন জায়গায় উন্নয়ন নেই। আর আজকাল কিছু কিছু অফিসার অবসরের পর রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সরকার হলে সবকিছুর হিসাব নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। অনেকে নমিনেশন পেয়ে বড় বড় কথা বলছেন। আর আমি জানি যে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে যখন তাদের সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তখন তারা কি কি করেছেন। সেসব খবর রয়েছে।

এদিন এই নির্বাচনী প্রচার সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, দক্ষিণ জেলার বিজেপি সভাপতি দীপায়ন চৌধুরী, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তিরবাজার মন্ডল সভাপতি দেবাশিস ভৌমিক, জোলাইবাড়ির মন্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
02-04-2026, 01:28

াঙ্গন

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশনে অপ্রতিরোধ্য শতদল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ের রথ অব্যাহত রেখেছে শতদল সঙ্ঘ। সোমবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত রিটার্ন লিগের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে হার্ভে ক্লাবকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে লিগ তালিকায় নিজেদের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল তারা। এটি টুর্নামেন্টে শতদলের টানা সপ্তম জয়। ৮ ম্যাচ শেষে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের এক নম্বরে এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে ওঙ্কার যাদবরা।এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় হার্ভে ক্লাব। কিন্তু শতদল সঙ্ঘের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে তারা ৪৮.৫ ওভারে ১৬৯ রানেই গুটিয়ে যায়। হার্ভের পক্ষে সাহিল সুলতান লড়াকু ৬৩ রান (১১৩ বল) করলেও অন্য ব্যাটাররা বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ হন। শতদলের হয়ে বল হাতে অনবদ্য পারফরম্যান্স দেখান ওঙ্কার যাদব। তিনি ১০ ওভারে মাত্র ২৯ রান দিয়ে ৩টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া নিরঙ্কর শর্মা ও অর্জুন দেবনাথ ২টি করে উইকেট নিয়ে হার্ভের ব্যাটিং মেরুদণ্ড ভেঙে দেন।১৭০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শতদল সঙ্ঘের ব্যাটাররা শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন। মাত্র ২৯.৫ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা। দলের পক্ষে ওপেনার তন্ময় ঘোষ ৭২ বলে ৫৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। অলরাউন্ডার ওঙ্কার যাদব ব্যাট হাতেও উজ্জ্বল ছিলেন, তিনি ৫৬ বলে করেন ৫১ রান। শেষদিকে দেব বার্নালে মাত্র ২৬ বলে বিধ্বংসী ৪০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলের জয় নিশ্চিত করেন। হার্ভে ক্লাবের হয়ে একমাত্র উইকেটটি পান স্বরাব সাহানি।ব্যাট ও বল হাতে অলরাউন্ড নৈপুণ্যের জন্য ওঙ্কার যাদবকে ম্যাচের সেরা ঘোষণা করা হয়েছে।লিগের প্রথম ম্যাচ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত হার্ভে ক্লাব (দুবার), স্ফুলিঙ্গ ক্লাব (দুবার), সংহতি ক্লাব (দুবার) এবং জেসিসি-র বিরুদ্ধে বড় জয় তুলে নিয়েছে শতদল। শুধুমাত্র ব্লাড মাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায় পয়েন্ট ভাগ করে নিতে হয়েছিল। বর্তমানে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলাই এই ক্লাবের মূল লক্ষ্য।সংক্ষিপ্ত স্কোর:হার্ভে ক্লাব: ১৬৯/১০ (৪৮.৫ ওভার) - সাহিল সুলতান ৬৩। (ওঙ্কার ৩/২৯, নিরঙ্কার ২/২৭)শতদল সঙ্ঘ: ১৭০/২ (২৯.৫ ওভার) - তন্ময় ৫৭*, ওঙ্কার ৫১, দেব ৪০* ।ফল: শতদল সঙ্ঘ ৮ উইকেটে জয়ী।

ইডেনে ফের পিচ বিতর্ক! ঈশান-অভিষেকদের বিরুদ্ধে পছন্দের বাইশ গজ পাচ্ছে না নাইটরা

ওয়াংখেড়েতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হারের পর থেকেই প্রশ্নটা উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এই বোলিং নিয়ে কেকেআর কী করবে? আড়াইশো করেও ক্যাপ্টেন নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে না। পেসাররা রান দিচ্ছেন। স্পিনারদের অবস্থাও তাই।এরকম পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে কেকেআর এমন একটা টিমের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে, যাদের ব্যাটিং লাইন আপকে পাওয়ার হাউস বললে এতটুকু ভুল হবে না। আর সেই ম্যাচে পছন্দের পিচটাও পাচ্ছে না নাইটরা!

সানরাইজার্স হায়দরাবাদে অভিষেক শর্মা, ট্র্যাভিস হেড, ঈশান কিষান, হেনরিক ক্লাসেনের মতো ব্যাটাররা রয়েছেন। ফ্যাফ ডু'প্লেসিসের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বলছেন, কেকেআরের উচিত ঘরের মাঠে টার্নারে খেলা। যা শোনা গেল, তাতে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টও নাকি স্পিন সহায়ক উইকেট খেলতে চাইছে। কিন্তু মুশকিল হল, নিজেদের পছন্দ মতো বাইশ গজ চাইলেও, সেটা হয়তো পাবে না কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট।

গতবার ইডেন কিউরেটরের সঙ্গে বিস্তর কথা কাটাকাটি হয়েছিল কেকেআর ম্যানেজমেন্টের। কিন্তু তাতে অবশ্য ইডেন পিচের চরিত্র বদলায়নি। এখনও পর্যন্ত ইডেন কিউরটরের কাছে পিচ নিয়ে কোনওরকম নির্দেশ আসেনি। কিন্তু সেটা এলেও যে উইকেট বদলে যাবে, তেমন ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং ইডেন যেভাবে বরাবার ভালে উইকেট উপহার দিয়ে এসেছে, এবার ঠিক সেটাই হতে চলেছে।

সিএবির কারও কারও বক্তব্য, "অন্য সব মাঠে দুশো রান হচ্ছে। সেখানে ইডেনে এমন পিচ কেন তৈরি হবে যেখানে কম রান উঠবে? তাছাড়া দর্শকরা ভালো ক্রিকেট দেখতে মাঠে আসেন, সেটাও মাথায় রাখতে হবে।" কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় বলছেন, "আমার কাছে পিচ নিয়ে কোনওরকম নির্দেশ বা অনুরোধ এখনও আসেনি। একটা কথা বলতে পারি- যে যাই বলুক না কেন, এখানে পিচ ভালো হবে।"

দিনকয়েক আগে একটি সাক্ষাৎকারে ফ্যাফ ডু'প্লেসি বলেছিলেন, "আমি যদি কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টে থাকতাম, তাহলে মাঠকর্মীদের গিয়ে পরিস্কার বলতাম, স্পিন-সহায়ক উইকেট দিতে হবে। বরুণ আর নারিনের মতো স্পিনার রয়েছে কেকেআরে। যারা এই মুহূর্তে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিশ্বসেরা। এখন কেকেআর যদি এমন পিচে খেলে, যেটা স্পিন-সহায়ক নয়, তাহলে ওরা নিজেদের দুটো বড় অস্ত্র হারাবে।" অন্তত সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে স্পিন সহায়ক উইকেট পাচ্ছে না কেকেআর, এটুকু বলাই যায়।জয় দিয়েই আইপিএল অভিযান শুরু করল পাঞ্জাব কিংস। গুজরাট টাইটান্সকে ৩ উইকেটে হারাল গতবারের রানার্সরা। তারপরই শাস্তির কবলে পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। অন্যদিকে আইপিএলে লজ্জার নজির অর্শদীপ সিংয়ের। এক ওভারে ১১টি বল করে আইপিএলের ইতিহাসে যৌথভাবে দীর্ঘতম ওভার করলেন পাঞ্জাব বোলার।মুল্লানপুরের স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে শুভমান গিলের দল ১৬২ রান করে। কুপার কনোলির ৭২ রানের সুবাদে সহজেই ম্যাচ জিতে নেয় পাঞ্জাব। কিন্তু স্লো ওভার রেটের জন্য জরিমানা দিতে হবে শ্রেয়সকে। আইপিএলের শুরুতেই ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে তাঁর। আইপিএলের ২.২২ ধারা অনুযায়ী যেহেতু এবারের টুর্নামেন্টে এটা তাঁদের প্রথম অপরাধ, তাই ১২ লক্ষ টাকা দিতে হবে। ফের একই ঘটনা ঘটলে জরিমানার পরিমাণ বাড়বে।অবশ্য অর্শদীপ সিং যে কাণ্ড ঘটালেন, তাতে সময়ের মধ্যে নির্ধারিত শেষ করা মুশকিল। ভারতীয় পেসার ৪ ওভারে দিয়েছেন ৪২ রান। তাঁর মধ্যে শেষ ওভারে দিয়েছেন ১২ রান। তার মধ্যে ছিল বিস্তর 'এক্সট্রা'। পাঁচটা ছিল ওয়াইড, একটা নো বল। ওভার শেষ হল ১১ বলে। যা আইপিএলের ইতিহাসে যৌথভাবে দীর্ঘতম ওভার।এর আগে মহম্মদ সিরাজ, তুষার দেশপাণ্ডে, শার্দূল ঠাকুর, সন্দীপ শর্মা ও হার্দিক পাণ্ডিয়া একই কাণ্ড ঘটিয়ে ছিলেন।

তার জন্যই কি স্লো ওভার রেটের জরিমানা গুনতে হবে শ্রেয়সকে? নিয়ম অনুযায়ী ৯০ মিনিটের মধ্যে ইনিংস শেষ করতে হয়। সেটা একবার না হলে অধিনায়কের ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা, তারপর দিতে হয় ২৪ লক্ষ টাকা। সঙ্গে প্লেয়ারদেরও জরিমানা হয়। আবার একই ঘটনা ঘটলে অধিনায়কের ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা ও প্লেয়ারদের ১২ লক্ষ টাকা করে জরিমানা বা ম্যাচ ফি'র পঞ্চাশ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়।

স্ফুলিঙ্গকে উড়িয়ে লিগ টেবিলের তিনে উঠে এল ব্লাড মাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দাপুটে জয় পেল ব্লাড মাউথ ক্লাব। বুধবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত রিটার্ন লিগের ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে তারা। এই জয়ের ফলে ৮ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার তৃতীয় স্থানে উঠে এল মণি শঙ্কর মুরাসিংরা।এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। কিন্তু ব্লাড মাউথের বোলারদের দাপটে তারা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। মাত্র ২৮.১ ওভারে ১২৯ রানেই অল-আউট হয়ে যায় স্ফুলিঙ্গ। দলের পক্ষে কৌশল আচার্য্য লড়াকু ৫২ রান (৪৬ বল) করলেও বাকিদের থেকে কোনও সহযোগিতা পাননি। ব্লাড মাউথের হয়ে বিধ্বংসী বোলিং করেন অভিজ্ঞ মণি শঙ্কর মুরাসিং। তিনি ৫ ওভারে মাত্র ১০ রান দিয়ে ৩টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া অমিত আলী ৩টি এবং দিপ্তনু চক্রবর্তী ২টি উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষকে অল্প রানে আটকে রাখতে সাহায্য করেন।১৩০ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ব্লাড মাউথের ব্যাটাররা শুরু থেকেই বোলারদের ওপর চড়াও হন। মাত্র ১৪.২ ওভারেই ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় তারা। দলের পক্ষে ওপেনার বিক্রম কুমার দাস মাত্র ৪৮ বলে ৬৭ রানের একটি বিধ্বংসী ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। অন্যপ্রান্তে উদয়ন বোস ৩৪ বলে দ্রুতগতিতে ৪৯ রান করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। শ্রীদাম পাল ১১ রান করে আউট হন। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে একমাত্র উইকেটটি পান তুষার সাহা।অপরাজিত অর্ধশতরানের জন্য বিক্রম কুমার দাসকে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় ঘোষণা করা হয়েছে।এবারের মরসুমে ব্লাড মাউথ ক্লাবের এটি পঞ্চম জয়। প্রথম লিগে সংহতি ও হার্ভে ক্লাবকে হারানোর পর জেসিসির কাছে মাত্র ১ উইকেটে হারতে হয়েছিল তাদের। তবে রিটার্ন লিগে ফের ছন্দে ফিরেছে তারা। সংহতি ক্লাবকে ২৬০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারানোর পর গত ম্যাচে জেসিসির কাছে মাত্র ৩ রানে হারলেও, আজকের বড় জয় দলটিকে পয়েন্ট টেবিলের লড়াইয়ে বেশ ওপরের দিকেই রাখল।সংক্ষিপ্ত স্কোর:স্ফুলিঙ্গ ক্লাব: ১২৯/১০ (২৮.১ ওভার) - কৌশল ৫২। (মণি শঙ্কর ৩/১০, অমিত ৩/২৩)ব্লাড মাউথ ক্লাব: ১৩০/১ (১৪.২ ওভার) - বিক্রম ৬৭*, উদয়ন ৪৯*।(তুষার ১/২৪) ফল: ব্লাড মাউথ ক্লাব ৯ উইকেটে জয়ী।

ইরানের আর্জি খারিজ ফিফার, ফুটবল বিশ্বকাপের সূচি বদল নয়, খেলতে হবে আমেরিকাতেই

ইরানের আর্জি খারিজ করে দিল ফিফা। বিশ্বকাপ খেলতে হলে শত্রু আমেরিকার মাটিতেই খেলতে হবে।আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযান এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারির প্রতিবাদে আমেরিকা থেকে বিশ্বকাপের ম্যাচ সরিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছিল ইরান।

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ইরানের চারটি ম্যাচই রয়েছে আমেরিকায়। সূচি অনুযায়ী ইরানের ম্যাচগুলি রয়েছে লস অ্যাঞ্জেলস এবং সিয়াটেলে। জাতীয় দলের নিরাপত্তার স্বার্থে মেক্সিকো বা কানাডায় ম্যাচগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করেছিল ইরান। সেই আর্জি খারিজ করে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, "বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি সূচি অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানেই হবে। সূচি পরিবর্তন সম্ভব নয়।"

কিছু দিন আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, "বিশ্বকাপে ইরানের জাতীয় দলকে স্বাগত। কিন্তু আমি মনে করি না, এই পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওদের এখানে আসা উচিত।" এর জবাবে ইরানের ফুটবল দলের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়, "বিশ্বকাপ একটি ঐতিহাসিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। এর নিয়ন্ত্রক ফিফা। কোনও ব্যক্তি বা দেশ নয়।ইরানের জাতীয় দল তার শক্তি এবং সাহসী ফুটবলারদের সুবাদে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করেছে। সে কারণে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনকারী দলগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। ইচ্ছা হলেই কেউ ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিতে পারে না। বাদ দিতে হলে এমন একটি দেশকে বাদ দেওয়া উচিত, যারা শুধু আয়োজক। অথচ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সব দলকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।" ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহদি তাজ সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, "আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের ফুটবল দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবেন না। তিনি ঘুরিয়ে ইরানের ফুটবল দলকে আমেরিকায় যেতে বারণ করেছেন। বিষয়টা উদ্বেগের। আমরা ফিফার সঙ্গে কথা বলছি। আমাদের ম্যাচগুলো আমেরিকা থেকে সরিয়ে মেক্সিকোয় নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।"

শেষ পর্যন্ত ইরানের আবেদন গ্রাহ্য করল না ফিফা। কয়েক দিন আগে ইরান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনও শত্রু দেশে কোনও ধরনের প্রতিযোগিতাতেই ইরানের খেলোয়াড়দের পাঠানো হবে না। ফিফা সূচি বদল করতে রাজি না হওয়ায় ইরানের ফুটবল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।মেক্সিকোর গুয়াদালুপ স্টেডিয়ামে শেষ বাঁশি বাজতেই আবেগে বাঁধ ভাঙল। একদিকে ৪০ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরার আনন্দে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন ইরাকের খেলোয়াড়েরা, আরেক দিকে কাছাকাছি গিয়েও শেষ ধাপটা পেরোতে না পারায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন বলিভিয়ার খেলোয়াড়েরা। পোস্টের নিচে বসে বলিভিয়ান গোলরক্ষক গিলের্মো ভিসকারার কান্নার দৃশ্য তো যে কারও হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। কিন্তু ফুটবল তো এমনই! কারও কান্নার বিপরীতে উচ্ছ্বাসের আবেগে ভাসে অন্য কেউ। আজ শেষ হাসিটা যেমন ইরাক হেসেছে। বিশ্বকাপে আন্তমহাদেশীয় প্লে—অফ ফাইনালে বলিভিয়াকে ২—১ গোলে হারিয়ে চূড়ান্ত পর্বের টিকিট কেটেছে এশিয়ান দেশটি। এর ফলে ১৯৮৬ সালের পর দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাচ্ছে তারা।

সবুজে ঘেরা পাহাড়ি অরণ্যের মাঝে অবস্থিত ভেন্যুতে আজ শুরু থেকেই আক্রমণ—প্রতি আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। আক্রমণ ও বল দখলে বলিভিয়া এগিয়ে থাকলও কার্যকারিতায় ইরাকই ছিল এগিয়ে। ম্যাচের ৯ মিনিটে বক্সের বাইরে ফ্রি—কিক পায় ইরাক। ফ্রি—কিক থেকে আল---আমারির নেওয়া শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ঠেকিয়ে বলিভিয়াকে রক্ষা করেন গোলরক্ষক গিলের্মো ভিসকারা। তবে পরের মিনিটে ঠিকই এগিয়ে যায় ইরাক। আল---আমারির কর্নারে দারুণ এক হেড দিয়ে এশিয়ান দেশটিকে এগিয়ে দেন আল---হামাদি।

পিছিয়ে পড়ে মরিয়া হয়ে ওঠে বলিভিয়া। ইরাককে চাপে ফেলে ম্যাচে সমতা ফেরানোর চেষ্টা করে তারা। একাধিকবার কাছাকাছি গিয়ে ব্যর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৩৮ মিনিটে সমতা ফেরায় তারা। বলিভিয়ার হয়ে গোল করেন মইসেস পানিয়াগুয়া। সমতাতেই শেষ হয় প্রথমার্ধ।

বিরতির পর দুই দলই চেষ্টা করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার। পাল্টাপাল্টি একাধিক আক্রমণেও যায় তারা। যদিও গোলের হাসিটা হেসেছে ইরাকই। বদলি নামা মার্কো ফারজির পাসে বক্সের ভেতর দুর্দান্ত এক ফিনিশিংয়ে ইরাককে এগিয়ে দেন আইমেন হুসেইন।

পিছিয়ে পড়েও ম্যাচের শেষ পর্যন্ত বলিভিয়া চেষ্টা করেছে লড়াইয়ে ফেরার। বিশেষ করে শেষ কয়েক মিনিটে ইরাককে কোণঠাসা করে একের পর এক আক্রমণেও যায় তারা। তবে কাঙ্ক্ষিত গোলটা আর ধরা দেয়নি। ২-১ গোলের জয়ে ৪৮তম দল হিসেবে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে ইরাকই।

বিশাল জয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে জয়নগর, ম্লান সংহতি ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগে দাপুটে জয় তুলে নিল জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। সোমবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সংহতি ক্লাবকে ১৮৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে নিজেদের জায়গা পোক্ত করল জয়নগর। ৮ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে এখন বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে বিক্রম দেবনাথরা।এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৩৫০ রানের পাহাড় গড়ে তোলে। দলের পক্ষে ওপেনার বিক্রম দেবনাথ ৯১ বলে ৮১ রানের এক দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। মিডল অর্ডারে রজত দে মাত্র ৫৩ বলে ৭৩ রান এবং ধনঞ্জয় যাদব ৫২ বলে ৬৯ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে দলকে বড় স্কোরে পৌঁছে দেন। সংহতি ক্লাবের পক্ষে অনিরুদ্ধ দাস ৩টি এবং করণ দে ২টি উইকেট লাভ করেন।৩৫১ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে জয়নগরের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে সংহতি ক্লাব। মাত্র ৩৯.৩ ওভারে ১৬২ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। শুভম সূত্রধর ৬৮ বলে ৬৫ রান এবং করণ দে ২৩ রান করলেও তা হারের ব্যবধান কমানো ছাড়া কোনও কাজে আসেনি। জয়নগরের পক্ষে সানি সিং ১০ ওভারে ৩৪ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন। এছাড়া ধনঞ্জয় যাদব ২টি উইকেট দখল করেন।ব্যাট হাতে ৮১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলার জন্য বিক্রম দেবনাথকে ম্যাচের সেরা ঘোষণা করা হয়েছে।চলতি মরসুমে এটি জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের ষষ্ঠ জয়। প্রথম লিগে সংহতি, হার্ভে এবং ব্লাড মাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে জয়ের পর স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের সাথে ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। পঞ্চম ম্যাচে শতদল সঙ্ঘের কাছে সামান্য ব্যবধানে হারলেও রিটার্ন লিগে ফের স্বমহিমায় ফিরেছে তারা। হার্ভে ক্লাব ও ব্লাড মাউথের পর এবার সংহতি ক্লাবকেও বড় ব্যবধানে পরাস্ত করল জয়নগব। ।সংক্ষিপ্ত স্কোর:জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব: ৩৫০/৭ (৫০ ওভার) - বিক্রম ৮১, রজত ৭৩, ধনঞ্জয় ৬৯। (অনিরুদ্ধ ৩/৯৩)সংহতি ক্লাব: ১৬২/১০ (৩৯.৩ ওভার) - শুভম ৬৫, করণ ২৩। (সানি ৩/৩৪, ধনঞ্জয় ২/৪৩) ফল: জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ১৮৮ রানে জয়ী।

বিশ্বকাপে নেই চার বারের চ্যাম্পিয়ন ইটালি, টানা তিন বার! দেশ জুড়ে ক্ষোভ, জ্বলছে আগুন

২০১৮, ২০২২ এর পর ২০২৬। পর পর তিন বার বিশ্ব ফুটবলে ব্যর্থ ইটালি। আরও এক বার ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে পারল না তারা। প্লে-অফে বসনিয়া ও হারজেগোভিনার কাছে টাইব্রেকারে হেরে গেল চার বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নেরা। ঘটনাচক্রে এমন এক বছরে তারা ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে পারল না, যে বছর ইটালি প্রথম বার ক্রিকেট বিশ্বকাপে খেলেছে।খেলার শুরুটা অবশ্য ভালই করেছিল ইটালি। ১৫ মিনিটের মাথায় গোল করে তাদের এগিয়ে দেন মইস কিন। কিন্তু প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে আলেসান্দ্রো বাস্তোনি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ায় ছবিটা বদলে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটাই ১০ জন মিলে খেলতে হয় ইটালিকে। ফলে রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে তারা। ৭৯ মিনিটে বসনিয়ার হয়ে সমতা ফেরান হ্যারিস তাবাকোভিচ।নির্ধারিত ৯০ মিনিট ও তার পর অতিরিক্ত সময়েও খেলার ফয়সালা হয়নি। ফলে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে ইটালির পিয়ো এসপাসিতো বারের উপর দিয়ে বল উড়িয়ে দেন। বারে মারেন ব্রায়ান ক্রিসটান্টে। তার ফল ভোগে ইটালি। ১-৪ ব্যবধানে টাইব্রেকারে হেরে ম্যাচ হারে তারা।এই হার মেনে নিতে পারেননি ইটালির সমর্থকেরা। মিলান-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে শুরু হয় বিক্ষোভ। জ্বলে আগুন। খেলা দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন শহরে পানশালায় ভিড় জমিয়েছিলেন সমর্থকেরা। দল বিদায় নেওয়ার পর অনেক জায়গায় ভাঙচুর হয়। পরিস্থিতি সামলাতে হয় প্রশাসনকে। প্রকাশ্যে ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফদের উপর ক্ষোভ উগরে দেন সমর্থকেরা। তাঁদের অভিযোগ, ইটালির ফুটবলের সংস্কৃতিই ভেঙে পড়েছে। খোলনলচে বদলে ফেলতে হবে। নইলে ফুটবলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে ইটালি।ইটালিই প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন যারা পর পর তিন বার ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে পারল না। ২০১৮ সালে সুইডেনের কাছে প্লে-অফে হেরে বিদায় নিয়েছিল তারা। ২০২২ সালে তারা হেরেছিল নর্থ ম্যাসিডনিয়ার কাছে। এ বার তাদের স্বপ্নভঙ্গ করল বসনিয়া ও হারজেগোভিনা।ফিফা ক্রমতালিকায় ৬৬ নম্বরে থাকা দেশের কাছে হেরে যাওয়ার ধাক্কা সামলাতে পারছেন না ইটালির কোচ গেনারো গাট্টুসো। খেলা শেষে তিনি বলেন, "আমি এখন আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি না। খুব ধাক্কা লেগেছে। এই দলটা নিজেদের সেরাটা দিয়েছে। ওরা বিশ্বকাপে খেলার যোগ্য। কিন্তু একটা খারাপ দিন আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙে দিল।'

ইচ্ছামতো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করতে পারবেন না পাকিস্তানের ক্রিকেটারেরা, নিতে হবে পাক বোর্ডের অনুমতি

পাক পঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মারিয়ম নওয়াজকে সমাজমাধ্যমে নাসিম শাহের কটাক্ষের পর সতর্ক পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সমাজমাধ্যম ব্যবহার নিয়ে ক্রিকেটারদের উপর কড়া বিধিনিষেধ চাপালেন মহসিন নকভিরা। এ বার থেকে সমাজমাধ্যমে কিছু পোস্ট করার আগে পিসিবির মিডিয়া বিভাগের অনুমতি নিতে হবে ক্রিকেটারদের।পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে জিয়ো নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বোর্ডের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিষয় নয়, এমন কিছু সমাজমাধ্যমে পোস্ট করতে পারবেন না কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারেরা। বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদিদের মেনে চলতে হবে এই নির্দেশিকা। রাজনৈতিক বা বিতর্ক তৈরি হতে পারে, এমন কিছু পোস্ট করতে পারবেন না ক্রিকেটারেরা। বিশেষ করে সব রকম রাজনৈতিক পোস্ট বা মন্তব্য নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পিসিবি কর্তারা। ভবিষ্যতে এই ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা এড়াতেই কঠোর অবস্থান নিয়েছেন তাঁরা।পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) উদ্বোধনী ম্যাচে লাহৌরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে এসেছিলেন মারিয়ম। তাঁকে স্টেডিয়ামে স্বাগত জানান পিসিবি চেয়ারম্যান নকভি। সেই ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিল পিসিবি। তাতে নাসিম মন্তব্য করেছিলেন, "ওঁকে কেন সব সময় লর্ডসের রানির মতো সম্মান দেওয়া হয়।" পাক জোরে বোলারের এই মন্তব্য ঘিরে তৈরি হয় বিতর্ক। তাঁর বিরুদ্ধে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করার অভিযোগ ওঠে। নাসিম অবশ্য দাবি করেছিলেন, তাঁর সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছিল। বিষয়টি জানতে পেরেই মুছে দেন। তাঁর এই যুক্তি বা সাফাই গ্রহণযোগ্য মনে করেননি ক্ষুব্ধ পিসিবি কর্তারা। নাসিমকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিস দেয় পিসিবি। পিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা বোলারের বিরুদ্ধে চুক্তির শর্তভঙ্গ, শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং সমাজমাধ্যম অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়।বিতর্কিত ওই মন্তব্য করার অপরাধে নাসিমকে ৬৮ লাখ টাকা (পাকিস্তানের ২ কোটি টাকা) জরিমানা করেছে পিসিবি। এর পরই ক্রিকেটারদের সমাজমাধ্যম ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ জারি করল পাক বোর্ড।

ফুটবল : আস্তাবলকে রুখলো আগরতলা সিটি স্পোর্টস স্কুলের গোলের বন্যায় ভাসল মধুবন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত কাজল মেমোরিয়াল অনূর্ধ-১৫ ফুটবল টুর্নামেন্টে বুধবার মিশ্র দিন কাটল দলগুলোর। একদিকে যেখানে আস্তাবল স্পোর্টস অ্যান্ড কোচিং সেন্টার ও আগরতলা সিটি ফুটবল ক্লাবের হাইভোল্টেজ ম্যাচটি ড্রয়ে শেষ হলো, অন্যদিকে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষের জালে গোলের পাহাড় গড়ল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল।দিনের প্রথম ম্যাচে গ্রুপ-সি-র লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিল আস্তাবল স্পোর্টস অ্যান্ড কোচিং সেন্টার এবং আগরতলা সিটি ফুটবল ক্লাব। দুই দলের রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ০-০ গোলে ড্র হয়। টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আস্তাবল কোচিং সেন্টার ৭-০ গোলে প্রণবানন্দ হাই স্কুলকে হারিয়ে উড়ন্ত সূচনা করেছিল। অন্যদিকে, আগরতলা সিটি ফুটবল ক্লাব তাদের প্রথম ম্যাচে সুধন্য দেববর্মা স্মৃতি স্কুল কোচিং সেন্টারের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছিল। এদিনের ড্রয়ের ফলে গ্রুপ টেবিলের লড়াই আরও জমজমাট হয়ে উঠল।বিকেলের দ্বিতীয় ম্যাচে গ্রুপ-ডি-র লড়াইয়ে একপেশে ম্যাচে মধুবন ডুকলি প্লে সেন্টারকে ১৪-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে চূর্ণ করল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ম্যাচের প্রথমার্ধেই স্কোরলাইন ছিল ৯-০। স্পোর্টস স্কুলের হয়ে একাই ৪টি গোল করেন খমেন্দ্র রিয়াং। হ্যাটট্রিক করেন জেনেসিস ডার্লং (৩ গোল)। এছাড়া গোবিন্দ চরণ জমাতিয়া ও নাইথক জমাতিয়া ২টি করে এবং দাইমান হালাম, সান জমাতিয়া ও মেস্কা আরিয়ান রিয়াং ১টি করে গোল করেন।এটি টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের টানা তৃতীয় জয়। এর আগে তারা টিআইএসএফ-কে ৬-১ এবং এডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে ১১-০ গোলে পরাজিত করেছিল।

ব্রাজিলের জয়ে নেইমারের অভাব ঘোচালেন ভিনিরা!

ফুটবল বিশ্বকাপের দামামা বেজে গিয়েছে। সব দলেরই প্রস্তুতি তুঙ্গে। আর্জেন্টিনা যেমন বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচটা খেলে ফেলল। মেসি-ওটামেন্ডিরা ৫-০ গোলে জিতেই দেশকে 'বিদায়' জানালেন। অন্যদিকে চেনা ছন্দে ফিরল ব্রাজিল। লুকা মদরিচের ক্রোয়েশিয়াকে ৩-১ গোলে হারালেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা। নেইমারের অভাবও বুঝতে দেননি তাঁরা। আবার রোনাল্ডোকে ছাড়াই আমেরিকাকে ২-০ গোলে হারাল পর্তুগাল।ফুটবল দুনিয়ায় ধারেভারে আর্জেন্টিনার থেকে বহু ক্রোশ পিছিয়ে জাম্বিয়া। বুয়নেস আইরেসে মেসিদের জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। ৪ মিনিটে গতবারের বিশ্বজয়ীদের এগিয়ে দেন জুলিয়ান আলভারেজ। ৪৩ মিনিটে গোল করেন মেসি। পেনাল্টি থেকে ফের গোল করতেই পারতেন। তবে দেশের মাটিতে 'শেষ' ম্যাচে বহুযুদ্ধের সৈনিক নিকোলাস ওটামেন্ডিকে পেনাল্টি মারতে দেন। ৬৮ মিনিটে জাম্বিয়ার ফুটবলাররা নিজেদের জালেই বল জড়িয়ে দেয়। ৯০ মিনিটে ৫-০ করেন ভ্যালেন্টিন বার্কো।

তিনমাস পর ফুটবল বিশ্বকাপ। এই ম্যাচের পর একেবারে আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকোয় আয়োজিত বিশ্বকাপে ফের নীল-সাদা জার্সিতে দেখা যাবে মেসিকে। তারপর কি খেলবেন ৩৮ বছর বয়সি কিংবদন্তি? সম্ভবত না। নিজেও জানেন, দেশের মাটিতে এই ম্যাচই তাঁর ফেয়ারওয়েল। ম্যাচের পর কান্নার বেগ সামলাতে পারছিলেন না।'

এডিসিতে বিজেপি সরকার গঠনের সাথে সাথে পেশী শক্তির রাজনীতির অবসান হবে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা ১ এপ্রিল: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে পেশী শক্তি এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে রাজনীতি করার দিন শেষ হতে চলেছে, কারণ জনজাতি জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা জনজাতি অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদে (টিটিএএডিসি) প্রশাসন গঠন করতে প্রস্তুত রয়েছে। আজ আগরতলায় বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ের সামনে বিজেপির প্রচার গাড়ির ফ্ল্যাগ অফ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টিটিএএডিসি নির্বাচন আগামী ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এর অংশ হিসেবে একটি প্রচার গাড়ি এডিসি এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়াবে, এই অঞ্চলের জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কী করেছে সে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবে। আজ আমরা এই গাড়িটি ফ্ল্যাগ অফ করেছি। এই গাড়িটি টিটিএএডিসি পরিক্রমা করবে এবং কিছু জনজাতি অংশের মানুষ এবিষয়ে অবগত নয়, তাই এই গাড়িটি এনিয়ে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের মধ্যে বেশ ভাল সাড়া পাচ্ছে। তিপ্রা মথা থেকে অনেক নেতা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, আরও অনেকে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ডাঃ সাহা বলেন, এরআগে সিপিএম টিটিএএডিসিতে শাসন করেছে। আর তিপ্রা মথাও শাসন করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসার পরে, তিনি জনজাতিদের সঠিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন এবং আমরাও সেই একই দিশায় কাজ করছি। মানুষ বুঝতে পেরেছে যে মানুষকে বোকা বানিয়ে রাজনীতি করা যায় না, কাজ অবশ্যই করতে হবে। আমাদের দল মানুষের কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করছে এবং আগামী দিনেও সেটা করে যাবে। মানুষ বুঝতে পেরেছে যে একমাত্র বিজেপিই প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। আমরা দেখেছি টিটিএএডিসি-তে কতটা দুর্নীতি হয়েছে এবং সেটা জনগণের সামনে তুলে ধরব। পেশিশক্তি ও সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে রাজনীতির অবসান হতে চলেছে। বিজেপি সর্বত্র সরকার গঠন করছে এবং একইভাবে আমরা টিটিএএডিসিতে প্রশাসন গঠনে আত্মবিশ্বাসী।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, বিজেপির প্রচার চলছে সর্বত্র, এজন্য কার্যকর্তাগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। আগামী দিনে আমিও প্রচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবো. গতকাল আমাদের দলের সভাপতি প্রচারে অংশ নিয়েছেন। শুধুমাত্র উঁচু গলায় প্রচার কার্যকর হয় না, তাই আমরা আমাদের প্রচারণা সঠিকভাবে পরিচালনা করছি। জনজাতি জনগণের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি আস্থা রয়েছে এবং সেই কারণেই তারা চায় বিজেপি টিটিএএডিসি-তে প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করুক।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, হিংসা হতাশার লক্ষণ। আগে আমরা দেখেছি হতাশা থেকে তারা হামলা চালায়। তারা ভেবেছিল যে হামলা চালালে আমরা চুপ থাকব, কিন্তু তা হবে না। একজন মন্ত্রীর গাড়িতে হামলার পর আমি খবর নিয়েছি এবং পুলিশ আইনি পদ্ধতিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। মানুষ শান্তি চায়, এবং শান্তির জন্য আমরা এডিসি নির্বাচনে জয়ী হতে চাই এবং সেখানে অবশ্যই বিজেপি সরকার গঠন করবে। তারা বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে, কিন্তু আমরা এডিসি থেকে একটি অংশও নিচ্ছি না। আমরা যা করছি সব নিয়ম-কানুন মেনেই করছি। শুধুমাত্র আমরাই টিটিএএডিসিতে বিকাশ করতে পারি। এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

অব্যবস্থার চূড়ান্ত নমুনা: তিলথৈ দুগঙ্গা হাই স্কুলে শিক্ষার নামে প্রহসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল: তিলথৈ পালগাঁও এলাকার ঐতিহ্যবাহী তিলথৈ দুগঙ্গা হাই স্কুল১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি একসময় বহু প্রজন্মকে শিক্ষার আলো দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যালয়টির চিত্র একেবারেই ভিন্ন। অব্যবস্থা, গাফিলতি এবং প্রশাসনিক উদাসীনতার জেরে আজ প্রতিষ্ঠানটি কার্যত ধুঁকছে, এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের।

বিদ্যালয়ে নিয়ম অনুযায়ী মোট ৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকার কথা। এর মধ্যে পিওর সায়েন্সে ৩ জন, বায়ো সায়েন্সে ১ জন, আর্টসে ২ জন এবং সর্বশিক্ষা মিশনের ১ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে তাঁদের উপস্থিতি অত্যন্ত অনিয়মিত। সাম্প্রতিক পরিদর্শনে দেখা যায়, বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৩ জন শিক্ষক। তাঁদের মধ্যেও একজন আবার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে যাওয়ায় কার্যত ক্লাসরুমে শিক্ষকশূন্য পরিস্থিতি তৈরি হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা দিকভ্রান্তভাবে সময় কাটাতে বাধ্য হয়, পাঠদান প্রায় অচল হয়ে পড়ে।

বিদ্যালয়ে গ্রুপ-ডি কর্মীর অভাব আরও একটি বড় সমস্যা হিসেবে সামনে এসেছে। পরিচ্ছন্নতার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয়ের চারপাশে জমেছে ময়লার স্তূপ। দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিক্ষার জন্য একেবারেই অনুপযোগী হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ।

মিড-ডে মিল নিয়েও একাধিক অসংগতি সামনে এসেছে। বিদ্যালয়ের ইনচার্জ কৃপেশ চন্দ্র দাস দাবি করেন, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে মিড-ডে মিল দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট দিনে মিড-ডে মিল প্রস্তুতই করা হয়নি। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি, "ছাত্রছাত্রীরা খেতে চায় না।" তবে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মিড-ডে মিল কর্মীদের অনেক সময় বেলা দেড়টার পর বিদ্যালয়ে আসতে দেখা যায়, যা পুরো ব্যবস্থাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ আরও গুরুতর। তাদের দাবি, মিড-ডে মিলের খাবারের মান অত্যন্ত নিম্নমানের ।

প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত-এ ত্রিপুরার উদ্ভাবন ও কাজের প্রসঙ্গ সবচেয়ে বেশি বার উঠে এসেছে: মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল: ইমপ্লিমেন্টেশন অব কমপ্লায়েন্স রিডাকশন এবং ডিরেগুলেশন শীর্ষক একদিনের কর্মশালা (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) আজ প্রজ্ঞাভবনের এক নং হলে আয়োজিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এই কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা, জেলা ও মহকুমা পর্যায়ের পদস্থ আধিকারিকগণ অংশ নেন। কর্মশালায় অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে স্টেট সিঙ্গেল উইন্ডো ২.০, হেলথ সেক্টরের পি.সি.পি.এন.ডি.টি. এবং ট্যুরিজম সেক্টর-হোম স্টে এবং হোটেল রেজিস্ট্রেশনের সূচনা করেন মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা।

কর্মশালার উদ্বোধক মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, ইমপ্লিমেন্টেশন অব কমপ্লায়েন্স রিডাকশন এবং ডিরেগুলেশনের এখন ফেজ-২ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। ফেজ-১ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা সবচেয়ে দ্রুততার সাথে এই কাজ সম্পাদন করেছে, এটি জাতীয়স্তরে স্বীকৃত। তিনি বলেন, ২০২৬ সালের ১৫ জানুয়ারি ফেজ-২এর প্রথম সভা ক্যাবিনেট সেক্রেটারির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ জানুয়ারি থেকে ফেজ-২ কার্যকরভাবে কাজ শুরু করেছে। ফেজ-২তে আমরা আরও দ্রুত ও দক্ষতার সাথে কাজ করছি। ফেজ-১ এর ২৮টি ক্ষেত্র সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে ক্যাবিনেট স্তর পর্যন্ত ৮ মাসে পেপারলেস কার্য ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। পি.এম, জনমনের আওতায় ত্রিপুরা পুরস্কৃত হয়েছে। তিনি বলেন, গত ২৯ মার্চ আমরা প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনেছি। সেই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার একটি অত্যন্ত গর্বের ছবি উঠে এসেছিলো। বিশেষত পানীয়জলের উদ্যোগে আমাদের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার কথা জম্পুই পাহাড়ে ইনোভেটিভ পদ্ধতিতে পানীয়জল পৌঁছানোর কথা প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে উঠে এসেছে। সেদিন প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিভাবে মাইক্রো পাওয়ার গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ পৌঁছে গেছে সেটাও উঠে আসে। মন কি বাতের সমস্ত পর্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ত্রিপুরার উদ্ভাবন ও কাজের প্রসঙ্গ সবচেয়ে বেশি বার উঠে এসেছে। ২০২৩ সালের পর থেকে বিশ্লেষণে জানা গেছে মন কি বাত প্রতি মাসে ৩০ কোটি মানুষ শোনেন। গড় হিসেবে বলা যায় প্রায় ১০০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছায়। তিনি বলেন, সিপাহীজলা জেলা সমগ্র ভারতে সেরা জেলা হিসেবে জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছে। এটি ত্রিপুরার জন্য একটি ঐতিহাসিক অর্জন। এর জন্য এই জেলা ৫ কোটি টাকার জাতীয় পুরস্কার পাবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রমে অসামান্য সাফল্যের ভিত্তিতে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লকের কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এই পঞ্চায়েত ১ কোটি টাকা পুরস্কার পাবে। এছাড়া মহিলা বান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার হেজামারা ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর পঞ্চায়েত সারা দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এই পঞ্চায়েত ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। তিনি বলেন, প্রতিটি ব্লক, জেলা ও রাজ্যস্তরের সকল কর্মকর্তাগণ যারা যেই বিভাগেই থাকুন না কেন উন্নয়নমূলক কাজে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করতে হবে। এটাই আমাদের সংস্কৃতি, এবং এ পথেই বিকশিত সমাজ গড়া সম্ভব।

কর্মশালায় আলোচনায় অংশ নিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, নয়াদিল্লিস্থিত ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার গত বছর (প্রথম পর্যায়) জমি, আবাসন, শিল্প সংক্রান্ত লাইসেন্স সহজ করার ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। নতুন উদ্যোগে রাজ্য সরকার এখন ফেজ-২ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করেছে। এর লক্ষ্য হলো অপ্রয়োজনীয় সরকারি অনুমতি বাতিল করা এবং সব কাজ দ্রুত অনলাইনে শেষ করা। তিনি বলেন, আজকের কর্মশালায় বেশ কিছু নতুন অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। যার ফলে স্টেট সিঙ্গেল উইন্ডো- স্বাগত ২.০ স্বাস্থ্য ও পর্যটন খাতের কাজ আরও সহজ হবে। বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এই সংস্কার কাজে সরকারকে সাহায্য করছে আইআইএম, কলকাতা এবং এন.এল.ইউ.। মূল লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীরা যাতে কোনও হয়রানি ছাড়াই সরকারি পরিষেবা লাভকরতে পারেন। রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। এরফলে রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়বে এবং নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, এই কর্মশালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শিল্প, ব্যবসা, নির্মাণ এবং ইউটিলিটিসগুলির জন্য অনুমতি, লাইসেন্স এবং শংসাপত্র দেওয়ার সাথে যুক্ত তারা সবাই উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্যে ডিরেগুলেশন এবং কমপ্লায়েন্স রিডাকশন ফেজ-২ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সংস্কার ততক্ষণ সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়। আমাদের নাগরিক, শিল্প, ব্যবসা এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি ততক্ষণ উপকৃত হবে না যতক্ষণ না নীতি বা নিয়ম তৈরির পাশাপাশি আমাদের উৎসাহ মাঠ পর্যায়ে প্রতিফলিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, সংস্কারের জন্য শুধু নীতি থাকলেই হবে না, সেই সাথে এটি বাস্তবায়নের জন্য নিয়ত বা সদিচ্ছারও প্রয়োজন।

চুরাইবাড়িতে ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা, চাঞ্চল্য এলাকায়

আগরতলা, ১ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরার চুরাইবাড়ি এলাকায় ফের এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রেল তেমাথা সংলগ্ন স্বামী বিবেকানন্দ রোডে অবস্থিত একটি জুয়েলারি দোকানে এই চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, চোরের দল প্রায় এক কোটি টাকার সোনা, রূপা এবং মূল্যবান পাথর লুট করে নিয়ে গেছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্ক ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই ধরনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। দোকানের মালিক সুমত দে জানান, প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতেও তিনি দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু আজ সকালে দোকান খুলতেই তিনি দেখতে পান, দোকানের ভেতর থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা-রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী উধাও। এরপরই তিনি বুঝতে পারেন, রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।

এই ঘটনার জেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন দোকান মালিক। তিনি দ্রুত এই বিষয়ে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

দোকান মালিক সুমত দে প্রশাসনের কাছে দ্রুত এবং সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন, যাতে চুরির সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং চুরি যাওয়া সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

এদিকে, পরপর চুরির ঘটনায় চুরাইবাড়ি এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের দাবি, রাতে পুলিশের টহল আরও জোরদার করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ঋষ্যমুখে দলবদলের হিড়িক, তিপ্রা মথা ও সিপিআইএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান বহু ভোটারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১লা এপ্রিল: ঋষ্যমুখ মন্ডলের অন্তর্গত সব এ ডি সি ভিলেজে চলছে দল বদলের হিড়িক, গতকাল ও সোনাইছড়ি এডিসি ভিলেজ- এর সর্দার পাড়া এলাকায় একটি যোগদান সভায় ত্রিপরা মথা দলের নেতৃত্ব সমির রঞ্জন ত্রিপুরার নেতৃত্বে ৩ ভোটার এবং সিপিআইএম দলের তপন ত্রিপুরার নেতৃত্বে ৫ ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সামিল হয়েছে।

দল বদলকারীদের বক্তব্য আমরা হতাশ তিপ্রা মথা দলের কাজ কর্মে, গত এডিসিতে তিপ্রা মথা শাসনে আমাদের এলাকার উন্নয়ন শুন্যের কোঠায়, পরিষদের নির্বাচন শেষে এ ডি সি প্রশাসনে কার্যনির্বাহী সদস্য গন ফুলে ফেঁপে কলাগাছ হয়েছে এমনই অভিযোগ করেন এলাকার জনগণ। নির্বাচনে জিতে একটিবারও এলাকায় আসেননি, জনজাতিদের অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর অবস্থায় পৌঁছেছে।

তাই আমরা একপ্রকার বাধ্য হয়ে শাসক বিজেপি দলের পতাকার তলে সামিল হয়েছি। আশা করবো আগামীতে শাসক বিজেপি দলের ছত্র ছায়ায় থেকে আমাদের ঋষ্যমুখ এ ডি সি ভিলেজের জানজাতি অংশের লোকেরা সমৃদ্ধ হবে এবং তাঁদের আর্থিক বিকাশ হবে, এলাকার উন্নয়ন হবে। ঋষ্যমুখ মন্ডল সভাপতি নকুল পালের নেতৃত্বে তিপ্রা মথা থেকে শাসক বিজেপি দলে সামিল হয় প্রত্যেকে। মণ্ডল সভাপতি বলেন এ ডি সি নির্বাচনের আগে আরো এই ধরনের যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হবে বিএসি এলাকায়।

ধর্মনগর উপনির্বাচন ও এডিসি ভোট ঘিরে কংগ্রেসের প্রস্তুতি, ত্রি-দলীয় জোটে লড়াইয়ের ঘোষণা

ধর্মনগর, ১ এপ্রিল: আগামী ৯ এপ্রিল ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন এবং ১২ এপ্রিল ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস তাদের সংগঠনগত প্রস্তুতি জোরদার করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বুধবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ইনচার্জ তথা রাজ্যসভার সদস্য ক্রিস্টোফার তিলক। বৈঠকের পর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, এবারের এডিসি নির্বাচন প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তিনি জানান, এডিসি নির্বাচনে মোট ২৮টি আসনের মধ্যে ত্রি-দলীয় জোট গঠন করে লড়বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এই জোটে কংগ্রেসের পাশাপাশি রয়েছে ত্রিপুরা পিপলস পার্টি (টিপিপি) এবং জন মঞ্চ। জোট সমঝোতা অনুযায়ী একটি আসনে প্রার্থী দেবে ত্রিপুরা পিপলস পার্টি এবং বাকি ২৭টি আসনে লড়বেন কংগ্রেস প্রার্থীরা।

আশীষ কুমার সাহা আরও বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-র আমলে এডিসি এলাকাকে ষষ্ঠ তপশিলভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রায় চার দশক পেরিয়ে গেলেও এখনও জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষ তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি দাবি করেন, এই বঞ্চনা দূর করে জনজাতি এলাকার মানুষের উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এডিসি নির্বাচনে জোট প্রার্থীদের সমর্থনে সাধারণ মানুষের কাছে ভোট চাওয়া হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, টিপিপি নেতৃত্ব প্রবীন সিং সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃবৃন্দ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেসের এই ত্রি-দলীয় জোট রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

তিলথৈ পালগাঁওয়ে সমবায় নির্বাচন ঘিরে তুমুল লড়াই, সব মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরার তিলথৈ পালগাঁও এলাকায় প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রমশই তীব্র হচ্ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। সোমবার নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় নির্বাচনী প্রক্রিয়া। গোটা প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ রাখতে পানিসাগর থানার পুলিশ প্রশাসন ছিল কড়া নজরদারিতে।

এদিন দুপুর ১২টা থেকে ২টো পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হয়। এরপর দুপুর ২টো থেকে ৩টার মধ্যে সম্পন্ন হয় স্ক্রুটিনি বা যাচাই পর্ব। উৎসবমুখর পরিবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

নির্বাচন সূত্রে জানা গেছে, এবারে মোট ১৮টি মনোনয়ন ফর্ম তোলা হলেও জমা পড়েছে ১৩টি মনোনয়নপত্র। এর মধ্যে বিজেপি ও সিপিআইএমদুই দলেরই ৫ জন করে প্রার্থী রয়েছেন, পাশাপাশি ৩ জন নির্দল প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। স্ক্রুটিনি শেষে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জমা পড়া সবকটিমোট ১৩টি মনোনয়নপত্রই বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজেপির প্রার্থীরা হলেনরবীন্দ্র নাথ, মহামানন্দ নাথ, মঞ্জু রানী নাথ, চম্পা নাথ এবং নীলকান্ত ত্রিপুরা। অন্যদিকে সিপিআইএম-এর প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেনঅনিল নাথ, ঝর্ণা নাথ, মঞ্জু রানী নাথ, অমূল্য দেবনাথ ও সুনীল ত্রিপুরা। নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন নিতিশ নাথ, ভাস্কর নাথ এবং কামদেব ত্রিপুরা।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ২০২১ সালের নির্বাচনে শুধুমাত্র বিজেপি প্রার্থী দেওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেছিল দলটি। তবে এবারের নির্বাচনে বিরোধী দল এবং নির্দল প্রার্থীদের অংশগ্রহণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকটাই জমে উঠেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন যুবরাজনগর বিধানসভার বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ উপস্থিত থেকে বলেন, পূর্ববর্তী কমিটির বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন কমিটি গঠিত হলে তা কৃষকদের স্বার্থে কাজ করবে। অন্যদিকে বিজেপি নেতা রণধীর নাথ জানান, সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

আগামী ১৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে ভোটগ্রহণ এবং একই দিনে ভোট গণনার পর ঘোষণা করা হবে ফলাফল। এখন নজর তিলথৈ এলাকার কৃষকদের রায়ের দিকেসমবায়ের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত কার হাতে যাচ্ছে, সেটাই দেখার।

একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়: ত্রিপুরার জন্য মঞ্জুর ২১ টি, বর্তমানে চালু রয়েছে ১২ টি

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে আজ রাজ্যসভায় সাংসদ নিরঞ্জন বিশি''র এক প্রশ্নের জবাবে জানান, সরকার ২০১৮—১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকার একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘোষণা করেছিল। এর উদ্দেশ্য হল তপশিলি জনজাতি শিশুদের তাদের নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা। এই উদ্যোগের অধীনে পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে, ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী যেসব ব্লকে ৫০ শতাংশের বেশি জনজাতি জনসংখ্যা এবং অন্তত ২০,০০০ জন জনজাতি অংশের মানুষ (দ্বৈত মানদন্ড) রয়েছে, সেসব এলাকায় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সমসংখ্যক ছেলে ও মেয়েদের জন্য একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ৭২৮টি মডেল আবাসিক বিদ্যালয়(২৮৮টি পুরনো বিদ্যালয়সহ) স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যাতে বিশেষ করে দুর্গম ও অনুন্নত এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ৭২৩টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় মঞ্জুর করা হয়েছে। এরমধ্যে ৪৯৭টি বিদ্যালয় চালু রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী উইকে এ বিষয়ে রাজ্যভিত্তিক যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, তাতে উল্লেখ রয়েছে ত্রিপুরার এখন পর্যন্ত ২১ টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় বর্তমানে চালু রয়েছে ১২ টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়।

বর্তমানে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় প্রকল্পে সেইসব ব্লকে বিদ্যালয় স্থাপনের বিধান রয়েছে, যেখানে জনজাতি জনসংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি এবং অন্তত ২০,০০০ জনজাতি অংশের মানুষ (দ্বৈত মানদণ্ড) বাস করে। অতিরিক্ত বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করা হয় বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী উইকে জানিয়েছেন।

প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধায়ক দিলীপ সরকারের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

আগরতলা, ১ এপ্রিল: প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল বুধবার। এই উপলক্ষে চারিপাড়ায় তাঁর বাসভবনে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বাধারঘাট এলাকার বিধায়িকা তথা প্রয়াত দিলীপ সরকারের কনিষ্ঠ ভগিনী মিনারানী সরকার, বিজেপি সদর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, মন্ডল সভাপতি মণীশ দেবসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন উপস্থিত অতিথিরা প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের কর্মজীবন ও অবদান স্মরণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। বক্তারা তাঁর রাজনৈতিক জীবন, সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সমাজের উন্নয়নে তাঁর ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

টিটিএএডিসি নির্বাচনে বিজেপির প্রচার গাড়ির যাত্রা শুরু

আগরতলা, ১ এপ্রিল: আসন্ন টিটিএএডিসি নির্বাচনে বিজেপির প্রচার কার্যক্রমে গতি আনতে আজ প্রদেশ কার্যালয় প্রাঙ্গণে প্রচার গাড়ির যাত্রা শুরু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা.) মানিক সাহার হাত ধরে এই প্রচার অভিযানের সূচনা করেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী টিঙ্কু রায় এবং বিজেপি সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রচার অভিযান জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে উন্নয়ন, শান্তি ও জনকল্যাণের বার্তা ছড়িয়ে দেবে। নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে নেওয়া বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতি মানুষের আস্থা ক্রমশ বাড়ছে। সেই ধারাবাহিকতায় টিটিএএডিসি এলাকার সর্বস্তরের মানুষ বিজেপির পাশে থাকবে বলেও আশাবাদী তিনি।

তিনি আরও বলেন, সকলকে সঙ্গে নিয়ে একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও উন্নয়নমুখী টিটিএএডিসি গড়ে তোলাই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

সিপাহীজলা জেলার অভূতপূর্ব সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল: কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সূচক-এর (২০২৩-২৪) মূল্যায়নে সিপাহীজলা জেলা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। সদস্য প্রকাশিত র্যাঙ্কিং সিপাহীজলা জেলা জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই উপলক্ষে সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পুরস্কার জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন, প্রশাসনিক দক্ষতা শুধু রাজ্য নয়, সমগ্র দেশের মধ্যে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, স্বচ্ছতা, সুশাসন এবং জনমুখী উদ্যোগ সমূহ এই অর্জনের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

এই ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য জেলা প্রশাসন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের প্রতি যাদের নিরন্তর সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা এই অর্জনকে সম্ভব করেছে। একইসঙ্গে জেলার সকল জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক, কর্মচারি এবং সর্বস্তরের জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে, যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার ফলস্বরূপ এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। জেলা প্রশাসন আশা প্রকাশ করছে যে, ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিক উন্নয়ন বজায় রেখে সিপাহীজলা জেলা দেশের শীর্ষস্থানীয় উন্নত জেলার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখবে এবং আরও উচ্চতায় পৌঁছাবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas